বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

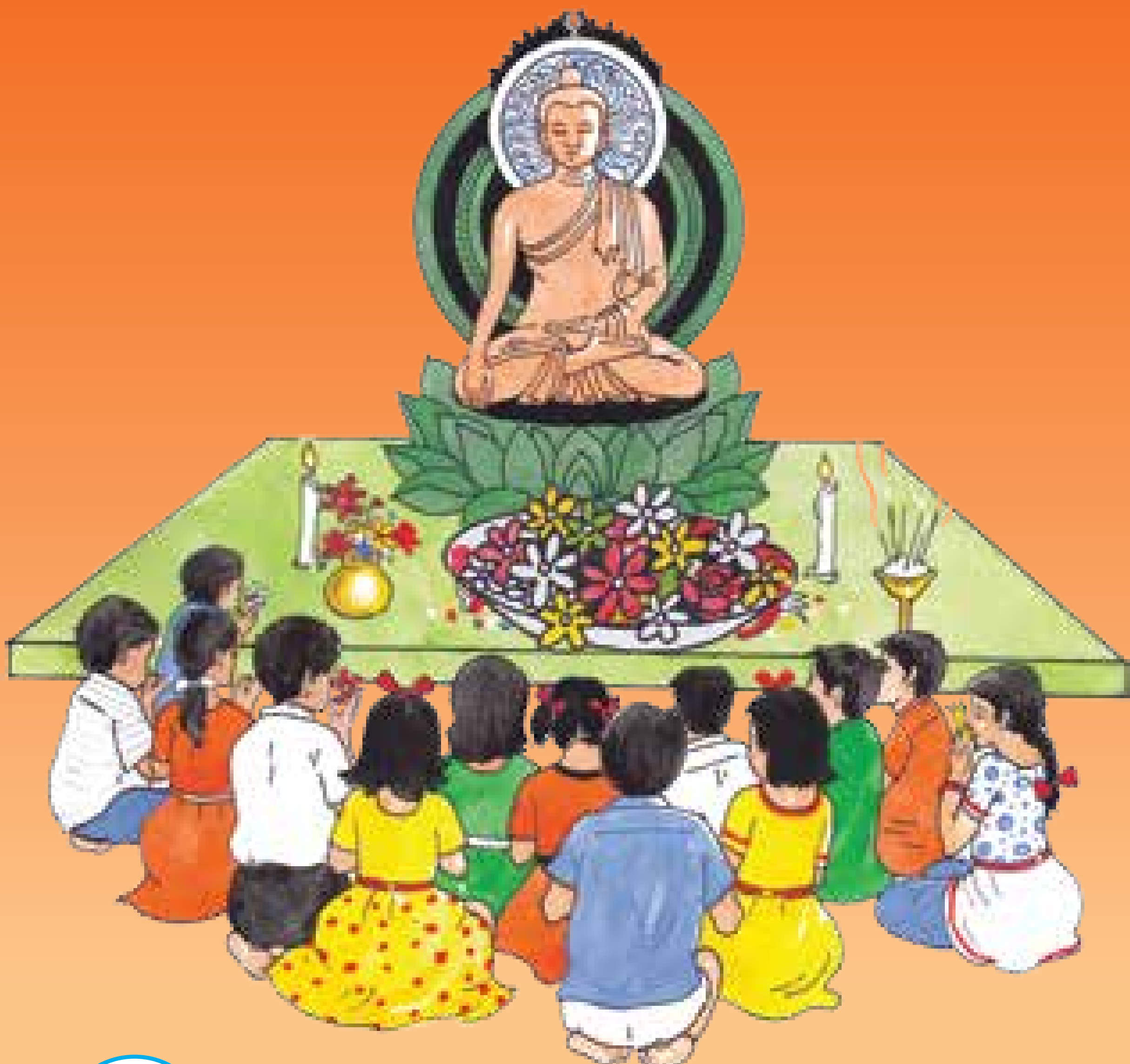

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া

ড. সুকোমল বড়ুয়া

শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের

ড. জগন্নাথ বড়ুয়া

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন

গ্রাফিক্স

বিপ্লব কুমার দাস

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই **বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বুদ্ধবাণীর মূলশিক্ষা নৈতিকতা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা মানবিক গুণে গুণান্বিত ও বিকশিত হয়ে ভবিষ্যতে পরিবার সমাজ ও জন্মভূমি বাংলাদেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসুক–এটাই আমাদের একান্ত কামনা। বুদ্ধের জীবনী, শীল (নৈতিক শিক্ষা), তীর্থস্থান, জাতকের গল্প প্রভৃতি উপদেশমূলক তথ্য এবং পাঠভিত্তিক চিত্র শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	সিদ্ধার্থ গৌতম	১–৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	শরণাগমন	৮–১১
তৃতীয় অধ্যায়	নিত্যকর্ম ও বন্দনা	১২–১৭
চতুর্থ অধ্যায়	পুষ্প পূজা	১৮–২২
পঞ্চম অধ্যায়	নৈতিক শিক্ষা: গৃহীশীল	২৩–২৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি: বিনয় পিটক	২৯–৩৩
সপ্তম অধ্যায়	কর্মের বিভাজন	৩৪–৩৯
অষ্টম অধ্যায়	বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব	৪০–৪৫
নবম অধ্যায়	জাতক	৪৬–৫৬
দশম অধ্যায়	পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান	৫৭–৬২
একাদশ অধ্যায়	তীর্থস্থান	৬৩– ৬৮
দ্বাদশ অধ্যায়	আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি	৬৯–৭২

প্রথম অধ্যায়

সিদ্ধার্থ গৌতম

'বুদ্ধ' নামটি মানুষের নিকট সুপরিচিত। দেব ও মানবের মঙ্গলের জন্য গৌতম বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম।

দুই হাজার পাঁচশত বছর পূর্বের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যে শাক্য বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল শুদ্ধোদন। রানির নাম মহামায়া। মহামায়ার পিতার বাড়ি ছিল দেবদহ নগরে। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। সেজন্য তাঁদের মনে অশান্তি বিরাজ করত।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণ চন্দ্রের আলোতে সমস্ত পৃথিবী ঝলমল করছিল। রাতে রানি সোনার পালঙ্কে ঘুমাচ্ছিলেন। সে সময় রানি একটি স্বপ্ন দেখলেন - স্বর্গ হতে চার লোকপাল দেবতা রানির নিকট এলেন। দেবতারা সোনার পালঙ্কসহ রানিকে হিমালয়ের এক পর্বত শিখরে নিয়ে গেলেন। স্বর্গের দেবীগণ রানিকে সুগন্ধি জলে স্নান করালেন। এরপর দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা রানিকে সাজালেন। পরে উত্তর শিয়রে রানিকে শয়ন করালেন।

মহামায়ার স্বপ্ন দর্শন, শ্বেতহস্তীর শুঁড়ে শ্বেতপদ্ম

এ সময় স্বর্গ হতে একটি সাদা হাতি রানির দিকে আসছিল। হাতির শুঁড়ে একটি শ্বেতপদ্ম ছিল। হাতিটি রানিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করল। এরপর শ্বেতপদ্মটি রানির নাভিমূলে প্রবেশ করিয়ে দিল। স্বপ্ন দর্শনে রানির ঘুম ভেঙে গেল । রানির দেহমনে অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগল।

ভোর হলো। রানি মহামায়া রাজাকে তাঁর স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। রাজা রাজপুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন। যাটজন জ্যোতিষী আসলেন। জ্যোতিষীরা গণনা করে বললেন, "রানি মা গর্ভবতী হয়েছেন। তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করবেন।" একথা শুনে রাজা আনন্দ অনুভব করলেন।

মহামায়ার পিতার বাড়ি দেবদহ নগরে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। রাজা রানির ইচ্ছে পূরণের জন্য সব ব্যবস্থা করলেন।

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। রানি সোনার পালকিতে আরোহণ করলেন। রানির সাথে কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন ও দাস-দাসী যাচ্ছিল।

রানি কপিলাবস্তু ও দেবদহ নগরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে লুম্বিনী নামে একটি উদ্যান ছিল। সে উদ্যানে বৃক্ষগুলো ফুলে ফুলে শোভা পাচ্ছিল।

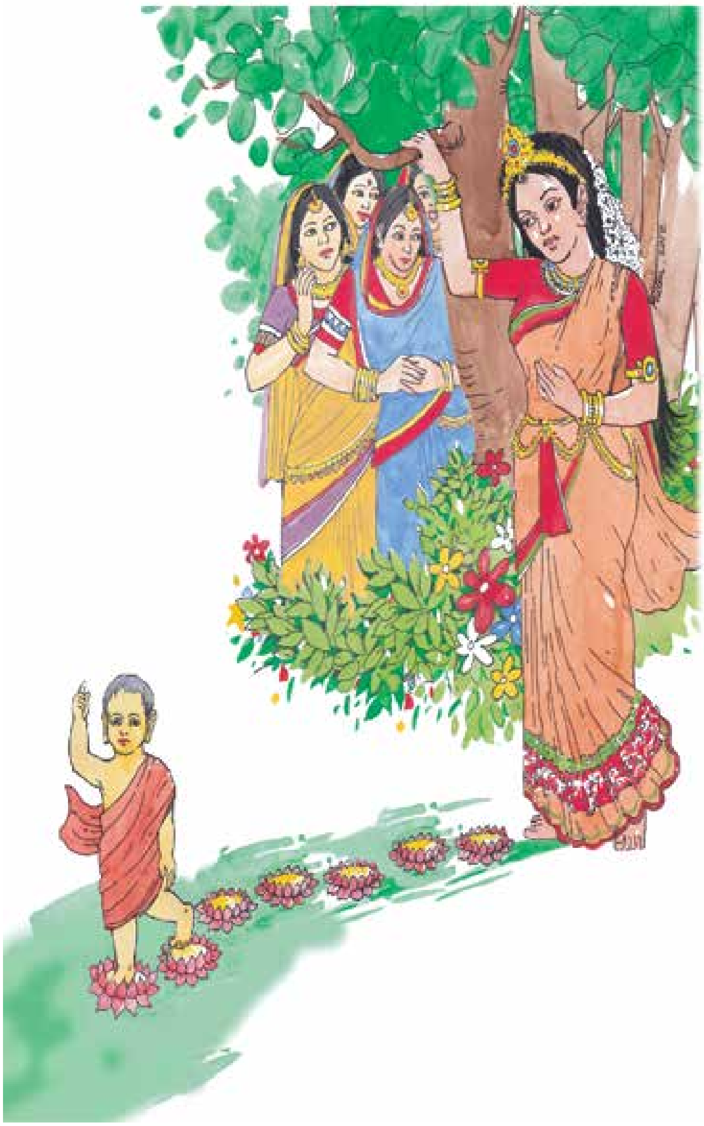

শালবৃক্ষ বেষ্টিত উদ্যানে সিদ্ধার্থের জন্ম

রানি উদ্যানের মনোরম শোভা দেখছিলেন। তখন রানির মনে বিশ্রামের বাসনা হলো। রানি পালকি হতে নামলেন। রানি তখন একটি পুষ্প ভরা শাল বৃক্ষের ডাল ডান হাতে ধরে দাঁড়ালেন। এমন সময় রানির ডান উদর ভেদ করে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। নবজাত শিশুর মুখ দর্শন করে রানির মন খুশিতে ভরে গেল।

নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে সাত পা সামনে হেঁটে গেলেন। সাত পায়ের নিচে সাতটি পদ্ম ফুটল। শেষ ফুটন্ত পদ্মে দাঁড়িয়ে শিশুটি বলে উঠলেন, "জগতে আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ।" এতদিন পর রাজা-রানির মনোবাসনা পূর্ণ হলো। শিশুর ভাগ্য গণনা করার জন্য যাটজন জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠালেন। জ্যোতিষীরা গণনা করে বললেন,"এ কুমার সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধ' হবেন।"বুদ্ধ শব্দের অর্থ 'জ্ঞানী'।

নবজাত শিশুকে দর্শনের জন্য রাজপ্রাসাদে ঋষি অসিতের আগমন

সিদ্ধার্থ কোলাহল পছন্দ করতেন না। নীরবে বসে চিন্তামগ্ন থাকতেন। সে সময় অসিত নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি গভীর বনে ধ্যান করতেন। তিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মসংবাদ জানতে পারলেন। ঋষি নবজাত শিশুকে দর্শন করার জন্য রাজপ্রাসাদে আসলেন। ঋষি নবজাত শিশুকে কোলে নিলেন। হঠাৎ ঋষির কান্না পেল। ঋষির কান্না দেখে রাজা মনে করলেন, নিশ্চয়ই শিশুর কোনো অমঙ্গল হবে। তখন ঋষি তাঁদেরকে অভয় দিয়ে বললেন,"আপনারা ভয় পাবেন না। এ নবজাত শিশু ভবিষ্যতে বুদ্ধ হবেন। আগামী সাত দিনের মধ্যে আমার মৃত্যু হবে। এ মহাপুরুষকে দেখতে পাব না বলে আমি কাঁদছি।"তারপর ঋষি নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

২০২০

বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যানরত সিদ্ধার্থ

সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন পর মায়াদেবী মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বিয়ে করলেন। তিনি কুমার সিদ্ধার্থের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে চৌষট্টি প্রকার লিপি শিক্ষা করেন। তিনি ত্রিবেদ, স্মৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, রথচালনা প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শী হন ।

কপিলাবস্তুতে হলকর্ষণ উৎসব হতো। সে উৎসবে রাজা-প্রজা, রাজকর্মচারীরাও উপস্থিত থাকতেন। কুমার সিদ্ধার্থও সে উৎসবে যোগদান করলেন। জমি কর্ষণের সময় অনেক পোকা-মাকড় মারা যাচ্ছিল। ব্যাঙ জীবিত পোকা-মাকড় খাচ্ছিল। এ দৃশ্য কুমার সিদ্ধার্থের সহ্য হলো না। জীবের দুঃখ দেখে কুমার সিদ্ধার্থ একটি বোধি বৃক্ষের নিচে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। মনে-প্রাণে সকল প্রাণীদের সুখ-শান্তি কামনা করলেন।

অন্য একদিন কুমার সিদ্ধার্থ একটি ফুলবাগানে নীরবে বসে চিন্তামগ্ন ছিলেন। এমন সময় এক ঝাঁক হাঁস তাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। একটি হাঁস হঠাৎ কুমার সিদ্ধার্থের সামনে এসে পড়ল। হাঁসের বুকে একটি তীর বিঁধে ছিল। হাঁসের বুক হতে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছিল।

২০২০

এমন সময় কুমার দেবদত্ত তাঁর সামনে এসে বলল, "সিদ্ধার্থ এ হাঁস আমি মেরেছি। এ হাঁস আমায় দিতে হবে।"

সিদ্ধার্থের কোলে তীরবিদ্ধ আহত হাঁস, পাশে ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে দেবদত্ত

তখন কুমার সিদ্ধার্থ দেবদত্তকে বললেন, "ভাই দেবদত্ত, তুমি হাঁসটিকে মেরেছ। আমি হাঁসটিকে সেবা করে বাঁচিয়েছি। তাই আমিই হাঁসটির প্রকৃত মালিক। আমি এ হাঁসটির বিনিময়ে শাক্যরাজ্য তোমায় প্রদান করব। তবুও এ হাঁসটি তোমাকে দেব না।" একথা বলে কুমার সিদ্ধার্থ হাঁসটি আকাশে উড়িয়ে দিলেন। হাঁসটি 'প্যাক প্যাক' শব্দ করে আকাশে উড়ে গেল। তখন দেবদত্ত নিরুপায় হয়ে কুমার সিদ্ধার্থের সম্মুখ হতে চলে গেলেন।

প্রাণ হরণকারী অপেক্ষা প্রাণরক্ষাকারী অনেক মহান। গৌতম সিদ্ধার্থ জীবের প্রতি এরূপ দয়াশীল ছিলেন। তোমরাও জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ।

১. শাক্য রাজ্যের রাজার নাম কী ছিল?

ক. অমিতোদন খ. ধৌতদন
গ. বীতোদন ঘ. শুদ্ধোদন

২. কোন পূর্ণিমা তিথিতে মহামায়া স্বপ্ন দেখেন?

ক. বৈশাখী পূর্ণিমায় খ. আষাঢ়ী পূর্ণিমায়
গ. ভাদ্র পূর্ণিমায় ঘ. আশ্বিনী পূর্ণিমায়

৩. সিদ্ধার্থ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. লুম্বিনী খ. সারনাথ
গ. পাবায় ঘ. হিমালয়

৪. সিদ্ধার্থের জন্মের কতদিন পর মহামায়ার মৃত্যু হয়?

ক. সাত দিন খ. দশ দিন
গ. বারো দিন ঘ. তেরো দিন

৫. ‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ কী?

ক. বুদ্ধিমান খ. জ্ঞানী
গ. চালাক ঘ. ধীমান

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ।

১। হাতিটি রানিকে .... বার প্রদক্ষিণ করল।
২। সাত পায়ের নিচে .... পদ্মফুল ফুটল।
৩। নবজাত শিশুর মুখ .... করে রানির মন খুশিতে ভরে গেল।
৪। “জগতে আমিই .... আমিই শ্রেষ্ঠ।”
৫। প্রাণহরণকারী অপেক্ষা ....অনেক মহান।

২০২০

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. 'বুদ্ধ' নামটি মানুষের নিকট	১. দয়া প্রদর্শন করবে।
২. হাতির শুঁড়ে ছিল	২. বুদ্ধ হবেন।
৩. এ নবজাত শিশু ভবিষ্যতে	৩. লিপি শিক্ষা করেন।
৪. তোমরাও জীবের প্রতি	৪. সুপরিচিত।
৫. সিদ্ধার্থ অল্পদিনে চৌষট্টি প্রকার	৫. একটি শ্বেতপদ্ম।
	৬. জন্মবৃত্তান্ত।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

১. সিদ্ধার্থের মাতার নাম কী?
২. দেবতারা মায়াদেবীকে কোন পর্বতে নিয়ে গেলেন?
৩. মহামায়ার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানার জন্য রাজা কাদেরকে ডাকেন?
৪. মহামায়ার মৃত্যুর পর কে সিদ্ধার্থের লালন-পালন করেন?
৫. তীরবিদ্ধ হাঁসটিকে সিদ্ধার্থ কী করেছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১. রানি মহামায়ার স্বপ্ন দর্শন বর্ণনা কর ।
২. সিদ্ধার্থের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর ।
৩. সিদ্ধার্থের বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে লেখ।
৪. কপিলাবস্তুর হলকর্ষণ উৎসবের বর্ণনা দাও।
৫. কুমার সিদ্ধার্থের জীবপ্রেম সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরণাগমন

'শরণ' শব্দটির বাংলা অর্থ হলো আশ্রয় বা রক্ষণ। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের শরণকে ত্রিশরণ বলে। ত্রিশরণে গমন করা উত্তম মঙ্গল। বৌদ্ধদের প্রতিদিন শরণ গ্রহণ করতে হয়। প্রতিদিন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণে গমন করাই শরণাগমন।

'ত্রিরত্ন' শব্দের অর্থ হলো তিন রত্ন। 'ত্রি' অর্থ তিন। আর 'রত্ন' হলো গুণ বা মূল্যবান বস্তু। পৃথিবীর মধ্যে রত্ন অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। রত্নের সাথে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘকে তুলনা করা হয়। কিন্তু পৃথিবীতে ত্রিরত্নের স্থান সকল রত্নের উপরে। এজন্য শ্রদ্ধার সাথে একাগ্র মনে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করতে হয়। উপাসক-উপাসিকাগণ ভিক্ষুর নিকট নিয়মিত ত্রিশরণ গ্রহণ করেন।

শরণাগমনের উপকারিতা কী জান?

ভিক্ষুর সামনে উপাসক-উপাসিকাদের সাথে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের ত্রিশরণ গ্রহণ

আমরা ত্রিরত্নের পূজারি। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণই উত্তম শরণ। ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণকারীরা সুখে বাস করে। তারা সকল রকম দুঃখ হতে মুক্ত হন। যেকোনো কাজে তাদের উন্নতি সমৃদ্ধি হয়। ত্রিরত্নের শরণকারীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন। স্বর্গের সুখ সম্পদ লাভ করে সুখী হন। এজন্য নিয়মিত ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করা কর্তব্য।

জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অতিশয় দুর্লভ। বুদ্ধ ৪৫ বছরব্যাপী দেব-মানবের মঙ্গল কামনায় ধর্মপ্রচার করেন। তিনি যেসব অমৃতবাণী প্রচার করেন, সে বাণীগুলোই ধর্ম। 'ধর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ নীতিবাক্য। তাই সকলে শ্রদ্ধার সাথে সে বাণীগুলো পালন করবে। বুদ্ধের ধর্মবাণী পালনের দ্বারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। মৃত্যুর পরে স্বর্গ ও নির্বাণ সুখ লাভ করা যায়। যারা বুদ্ধের ধর্মবাণী পালন ও প্রচার করেন তাঁরাই সংঘ নামে পরিচিত। 'সংঘ' অতি পবিত্র। সংঘের গুণ অনুসরণ করলে মানুষের কল্যাণ হয়।

পৃথিবীতে নানা প্রকার শরণ বা আশ্রয় আছে। কিন্তু এদের মধ্যে ত্রিশরণই সবচেয়ে উত্তম শরণ। তাই বৌদ্ধরা দুঃখ হতে মুক্তির জন্য নিয়মিত ত্রিশরণ গ্রহণ করে থাকে। বৌদ্ধরা পঞ্চশীল, অষ্টশীল এবং দশশীল গ্রহণ করার পূর্বে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। শয্যা গ্রহণের আগে ও পরে ত্রিশরণ উচ্চারণ করা কর্তব্য। ত্রিশরণ উচ্চারণ করলে মন পবিত্র হয়। শিশুকাল হতে ত্রিশরণ গ্রহণ করলে অভ্যাসে পরিণত হবে। এর দ্বারা নিজের মঙ্গল হবে।

ত্রিশরণ গ্রহণ করলে সর্বপ্রকার মঙ্গল হয়। ত্রিশরণ গ্রহণকারীদেরকে দেবতারাও রক্ষা করেন। ত্রিশরণ গ্রহণ করলে মন পবিত্র হয়। নরক-যন্ত্রণা হতে রক্ষা পায়। এজন্য সকলের ত্রিশরণ গ্রহণ করা কর্তব্য।

পালি বানানের সাথে বাংলা উচ্চারণের পার্থক্য রয়েছে। সে উচ্চারণ জানা একান্ত দরকার। যেমন– পালিতে 'য' এর উচ্চারণ বাংলায় 'য়' এর মতো হবে। যেমন– দুতিযম্পি- ততিযম্পিকে– এর দুতিয়ম্পি ও ততিয়ম্পি উচ্চারণ করবে।

শরণাগমন

বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি।
ধম্মং সরনং গচ্ছামি।
সংঘং সরনং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি ধম্মং সরনং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি সংঘং সরনং গচ্ছামি।

ততিযম্পি বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি।
ততিযম্পি ধম্মং সরনং গচ্ছামি।
ততিযম্পি সংঘং সরনং গচ্ছামি।

বাংলা কবিতায়ও ত্রিশরণ আবৃত্তি করা যায়। কবিতাটি নিম্নরূপ :

কবিতায় ত্রিশরণ

বুদ্ধের আশ্রয় নিচ্ছি জ্ঞানের আধার
ধর্মের আশ্রয় নিচ্ছি ন্যায় নীতি সার,

সংঘের আশ্রয় নিচ্ছি সর্বগুণধার
ত্রিশরণের চেয়ে সেরা আশ্রয় নেই জগতে আর।

তোমরা সর্বদা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করবে। মনোযোগ সহকারে ত্রিশরণ আবৃত্তি করবে। এতে মনে ধর্মভাব জাগ্রত হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. বৌদ্ধদের প্রতিদিন কী গ্রহণ করতে হয়?

ক. উপদেশ খ. আদেশ
গ. ত্রিশরণ ঘ. প্রাতঃস্মরণ

২. পৃথিবীতে উত্তম শরণ কী?

ক. বুদ্ধের শরণ খ. ধর্মের শরণ
গ. সংঘের শরণ ঘ. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ

৩. কোনটি গ্রহণ করলে সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়?

ক. ঔষধ খ. ত্রিশরণ
গ. বিদ্যা ঘ. খাদ্য

৪. কে অত্যন্ত পবিত্র?

ক. দায়ক খ. সংঘ
গ. দায়িকা ঘ. শিক্ষক

৫. কার নিকট ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়?

ক. ভিক্ষুর খ. মাতাপিতার
গ. শিক্ষকের ঘ. দেবতার

২০২০

৬. 'সরনং' শব্দটি কোন ভাষার অন্তর্গত?

ক. পালি　　　খ. হিন্দি

গ. বাংলা　　　ঘ. ইংরেজি

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ।

১। বৌদ্ধদের .... শরণ গ্রহণ করতে হয়।

২। ত্রিশরণ গ্রহণকারীরা মৃত্যুর পর .... গমন করে।

৩। বুদ্ধ, ধর্ম ও .... শরণই উত্তম শরণ।

৪। শয্যা গ্রহণের আগে ও পরে .... উচ্চারণ করা কর্তব্য।

৫। ত্রিশরণ গ্রহণ করলে .... পবিত্র হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. বুদ্ধ ৪৫ বছরব্যাপী	১. শরণ বা আশ্রয় আছে।
২. 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হচ্ছে	২. গ্রহণ করলে অভ্যাসে পরিণত হবে।
৩. পৃথিবীতে নানা প্রকার	৩. দেব-মানবের মঙ্গল কামনায় ধর্মপ্রচার করেন।
৪. শিশুকাল হতে ত্রিশরণ	৪. ত্রিশরণ গ্রহণ করা কর্তব্য।
৫. সকলের	৫. নীতিবাক্য।
	৬. ত্রিশরণ গ্রহণ।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. 'শরণ' শব্দের অর্থ কী?

২. ত্রিশরণ গ্রহণকারীকে কে রক্ষা করেন?

৩. 'ধর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী?

৪. যাঁরা বুদ্ধের ধর্মবাণী পালন ও প্রচার করেন তাঁরা কী নামে পরিচিত?

৫. পৃথিবীতে কোন শরণ সবচেয়ে উত্তম?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. 'ত্রিশরণ' কাকে বলে? সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২. 'শরণাগমন' পালিতে উদ্ধৃত কর ।

৩. বুদ্ধের ধর্মবাণী পালনের দ্বারা কী লাভ কর যায়?

৪. বাংলা কবিতাকারে ত্রিশরণ যথাযথ উল্লেখ কর।

৫. ত্রিশরণ গ্রহণের ফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও বন্দনা

বৌদ্ধধর্মে বন্দনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘বন্দনা’ শব্দের অর্থ হলো প্রণতি, প্রণাম ও শ্রদ্ধা। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে বন্দনা। গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানানোকেও বন্দনা বলে।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলে। পৃথিবীতে ত্রিরত্ন-গুণ অনেক বেশি। এ কারণে বৌদ্ধরা নিয়মিত শ্রদ্ধার সাথে ত্রিরত্ন বন্দনা করে থাকেন। বন্দনার দ্বারা মানুষের সুখ ও মঙ্গল লাভ হয়।

বৌদ্ধদের নিকট ত্রিরত্নই একমাত্র বন্দনা পাওয়ার যোগ্য। বন্দনা দ্বারা পুণ্য অর্জন হয়। পুণ্যবলে আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল ও জ্ঞান বর্ধিত হয়। বুদ্ধ যেসব স্থানে ধ্যান করেছেন, ধর্ম প্রচার করেছেন, সেসব স্থানকে বন্দনা করবে। বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘের পবিত্র দেহধাতু বন্দনা করবে। তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসকেও বন্দনা করতে হয়। পবিত্র ধাতু বন্দনা করবে। বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহকেও বন্দনা করবে।

ধর্ম পালনের জন্য কোনো কালাকাল নেই। সকাল-সন্ধ্যা দুইবেলা ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। এরপর গুরুজনকে বন্দনা করবে। বন্দনা করার পূর্বে মুখ, হাত, পা ধৌত করবে। পরিষ্কার কাপড় পরিধান করবে। ধূপ, বাতি, ফুল নিয়ে বুদ্ধমূর্তির সামনে বসবে। ত্রিরত্ন বন্দনা শুদ্ধ করে উচ্চারণ করবে।

মনে রাখবে, পৃথিবীতে আদি গুরু হচ্ছে মাতাপিতা। মাতাপিতার গুণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ত্রিপিটকে মাতাপিতাকে ব্রহ্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তোমরা গাথা উচ্চারণ করে মাতাপিতাকে বন্দনা করবে।

মাতাপিতাকে বন্দনারত পুত্র-কন্যা

মাতৃ-বন্দনা

দসমাসে উরে কত্বা, খীরং পায়েত্বা বড্‌ঢেসি,
দিবারত্তিঞ্চ পোসেতি, মাতু পদং নমাম্যহং।

বাংলা পদ্যানুবাদ

দশমাস গর্ভে যিনি করিয়া ধারণ,
দিবা-রাত্র স্তন্য দানে দেহ মোর করেছেন বর্ধন।

সেই স্নেহময়ী মাতৃপদে জানাই বন্দনা,
করুণায় সিক্ত করুন এ মোর কামনা।

২০২০

পিতৃ-বন্দনা

দযায পরিপুণ্ণোব জনকো যো পিতা মম,
পোসেসিং বুদ্ধিং কারেসি বন্দেতং পিতরং মম।

বাংলা পদ্যানুবাদ

পরিপূর্ণ দয়া আর ভরণ পোষণে,
বড় করেছেন যিনি জ্ঞান বুদ্ধি দানে;

শিক্ষা দাতা পিতৃপদে করিনু বন্দনা,
করুণায় সিক্ত করুন এ মোর কামনা।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবন দুঃখে পূর্ণ। স্বাস্থ্যবান হতে হলে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। এজন্য সময়মতো ঘুমাবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শয্যা ত্যাগ করবে। তারপর ব্যায়াম করবে। নিজ বাসস্থান পরিষ্কার করবে। স্নান করবে। দাঁত মাজবে। চুল-নখ কাটবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে। তোমরা জানবে, সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। তাই প্রতিদিনের কাজের তালিকা তৈরি করা উচিত। নিয়মিত ত্রিরত্ন বন্দনা করবে।

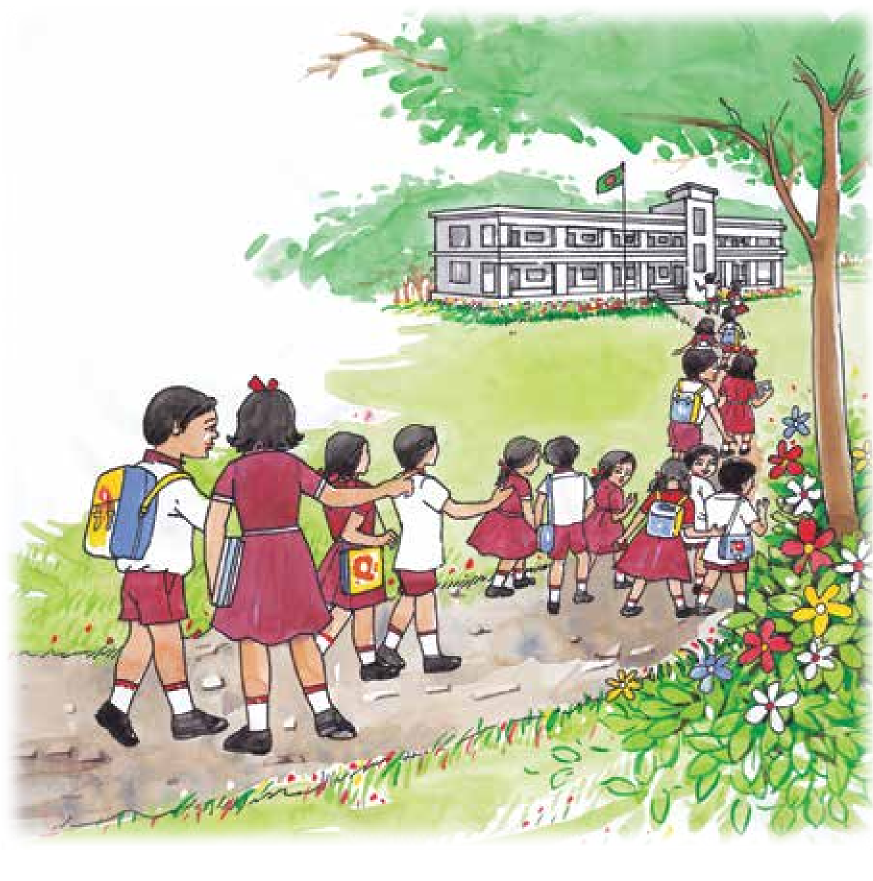

পাঠশালায় গমনরত বালক-বালিকারা

২০২০

মাতাপিতাকে বন্দনা করবে। লেখাপড়া করবে। যথাসময় স্কুলে যাবে। শিক্ষকের উপদেশ মান্য করবে। স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলবে। বিকালে খেলাধুলা করবে। সন্ধ্যার সময় হাত-মুখ ধুয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা শেষে লেখাপড়া করবে, পরে ঘুমাবে। দৈনন্দিন কাজের তালিকা অনুসরণ করবে। এর ফলে জীবনে সফলতা লাভ করতে পারবে।

নিত্যকর্ম বিষয়ে সচেতন থাকবে। সময়মতো কাজ সম্পন্ন করবে। অবসর সময়ে প্রতিবেশীদেরকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করবে। এর ফলে সুশীল সমাজ গড়ে উঠবে। জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে।

ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। এজন্য ছেলে-মেয়েদের ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। ধর্মের গুণ সম্পর্কে জানাতে হবে। মাতাপিতা ও ত্রিরত্ন বন্দনা করার জন্য সহপাঠীদের উপদেশ দিবে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষা দিতে হবে।

আমরা ত্রিরত্নের পূজারি। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ আমাদের আদর্শ। বুদ্ধের উপদেশমতো জীবন-যাপন করা উত্তম। কিরূপে পুণ্য কার্য সম্পাদন করবে জানতে হবে। নিয়মিত ত্রিরত্ন প্রশস্তি গাথা ও সূত্র পাঠ করবে। অবসর সময়ে ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। পঞ্চশীল-অষ্টশীল পালন করবে। পূর্ণিমার দিনে বিহারে গিয়ে বুদ্ধ পূজা করবে। ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করবে। ধর্ম শ্রবণ করবে। ধর্মবাণী পালন করবে।

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারে প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরিবারের মধ্যে প্রধান হলেন মাতাপিতা। তারপর বড় ভাই-বোন ও অন্যান্যরা। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে কিছু নিয়মকানুন থাকে। সে নিয়মকানুন মেনে চলা কর্তব্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য।

সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করাই উন্নতির চাবিকাঠি। সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য বুদ্ধ গৃহীদেরকে পঞ্চশীল পালনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার করবে না। মিথ্যা বলা, নেশাদ্রব্য পান হতে বিরত থাকবে। সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে চলতে হবে।

নিত্যকর্ম সময়মতো সম্পন্ন করতে হয়। ঘুম থেকে ওঠার পর হাত-মুখ ধুয়ে ত্রিরত্নের নাম শরণ করবে। বিছানা কাপড় সুন্দরভাবে ভাঁজ করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। প্রাত্যহিক প্রাতঃকর্ম সুসম্পন্ন করবে। তারপর বুদ্ধমূর্তির সামনে ধূপ, বাতি, সুগন্ধি জ্বালাবে। জল, ফুল দিয়ে পূজা করবে। ত্রিরত্ন বন্দনার পর মাতাপিতাকে প্রণাম করবে। এর দ্বারা নিজের ও পরিবারের মঙ্গল হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. নিচের কোনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?

ক. বেড়ানো খ. বন্দনা করা
গ. খেলা করা ঘ. গল্প করা

২. বৌদ্ধরা প্রতিদিন কাকে বন্দনা করে?

ক. মণিরত্নকে খ. মহারত্নকে
গ. ত্রিরত্নকে ঘ. সূর্যরত্নকে

৩. প্রথম শিক্ষাগুরু কারা?

ক. মাতাপিতা খ. শিক্ষক-শিক্ষিকা
গ. ভিক্ষু-শ্রামণ ঘ. বন্ধু-বান্ধব

৪. কোথায় আমাদের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়?

ক. পাঠশালাতে খ. পরিবারে
গ. আশ্রমে ঘ. বিহারে

৫. আমরা কার পূজারি?

ক. কর্মের খ. সহপাঠীর
গ. ত্রিরত্নের ঘ. দেবতার

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর।

১। বন্দনার দ্বারা মানুষের সুখ ও .... লাভ হয়।
২। শিক্ষকের .... মান্য করবে।
৩। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবন .... পূর্ণ।
৪। অবসর সময়ে............পাঠ করা উচিত।
৫। নিয়মিত .... বন্দনা করবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

বাম	ডান
১. ত্রিরত্ন বন্দনা	১. মাতাপিতাকে বন্দনা করবে।
২. সমাজে একতাবদ্ধ	২. সময়মতো করতে হবে।
৩. মানুষ	৩. শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে হবে।
৪. প্রত্যেকেরই নিত্যকর্ম	৪. হয়ে চলতে হবে।
৫. ত্রিরত্ন বন্দনার পর	৫. সামাজিক জীব।
	৬. বন্দনা করেন।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. বন্দনা শব্দের অর্থ কী?
২. বৌদ্ধরা নিয়মিত কার বন্দনা করে থাকেন?
৩. ত্রিরত্ন কাকে বলে?
৪. মাতাপিতাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?
৫. ধর্ম কাকে রক্ষা করে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. মাতা বন্দনা পালি ভাষায় লেখ।
২. পিতা বন্দনা বাংলা ভাষায় লেখ।
৩. নিত্যকর্মের একটি তালিকা তৈরি কর।
৪. বন্দনার সুফল বর্ণনা কর।
৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

পুষ্প পূজা

'পূজা' একটি পুণ্যকর্ম। পূজার অর্থ হলো মনকে সুন্দর করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শন করাকে 'পূজা' বলে।

পূজা করলে ত্রিরত্নের প্রতি মন প্রসন্ন হয়। চিত্ত নির্মল হয়। পরিশুদ্ধ হয়। তাই আমাদের সকলেরই পূজা করা উচিত।

পূজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের বাণী ও আদর্শকে অনুসরণ করা। ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

পূজার উপকারিতা অনেক। পূজা করলে মনের পাপ দূর হয়। মন পবিত্র থাকে। মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। যেকোনো ভালো কাজে আগ্রহ বাড়ে। লেখাপড়ায় মন বসে। মন শান্ত থাকে। ত্যাগ ও উদারতায় মন ভরে যায়। ভালো কাজের সফলতা পাওয়া যায়।

পুষ্প পূজা

পালি

বণ্ণগন্ধ গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ত তিং
পূজাযামি মুনিন্দস্স সিরিপাদ সরোরূহে,

পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন,
পুঞ্ঞেন মে তেন চ হোতু মোক্খং।

পুপ্ফং মিলাযতি যথা ইদং মে,
কাযো তথা যাতি বিনাসভাবং।

বাংলা অনুবাদ

এ ফুলগুলো সুন্দর বর্ণ, গন্ধ ও গুণযুক্ত। আমি মুনীন্দ্র বুদ্ধের শ্রীপাদমূলে এই ফুল দিয়ে পূজা করছি। এ পুণ্যের ফলে আমার নির্বাণ লাভ হোক। এ পুষ্প যেমন মলিন হচ্ছে, আমার দেহও তেমনি বিনাশ হবে।

পদ্যাকারে পুষ্প পূজা

বর্ণগন্ধ গুণযুক্ত কুসুম প্রদানে,
পূজিতেছি ভক্তি চিত্তে বুদ্ধ ভগবানে।

এ ফুল এ ক্ষণে সুন্দর বরণ,
মনোরম গন্ধ তার সুন্দর গঠন।

কিন্তু শীঘ্র বর্ণ তার হবে যে মলিন,
সুগন্ধ ও সুগঠন অনিত্যে বিলীন।

এরূপ জড়-অজড় সকলি অনিত্য,
সকলি দুঃখের হেতু, সকলি অনাত্ম।

এ বন্দনা এ পূজা, এ জ্ঞান প্রভায়,
সর্বতৃষ্ণা, সর্বদুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

এখানে পুষ্পের সাথে দেহের তুলনা করা হয়েছে। সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত ফুল যেমন মলিন হয়, আমাদের দেহও একদিন মলিন হয়ে যাবে। মানব জীবন ফুলের মতো ক্ষণস্থায়ী।

পুষ্প পূজা করার জন্য প্রথমে বাগান থেকে ফুল তুলবে। ফুলগুলো পরিষ্কার জলে ভালো করে ধুয়ে নিবে। তারপর পরিষ্কার থালায় রাখবে। সুন্দর করে সাজাবে। সাজানোর সময় মনে শ্রদ্ধা আনবে। মনকে প্রফুল্ল রাখবে।

এরপর ফুলের থালা বুদ্ধের আসনে রাখবে। তারপর নতজানু হয়ে বসে ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। পরে পুষ্পগাথা আবৃত্তি করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। ফুল না তুলেও বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পুষ্প পূজা করা যায়।

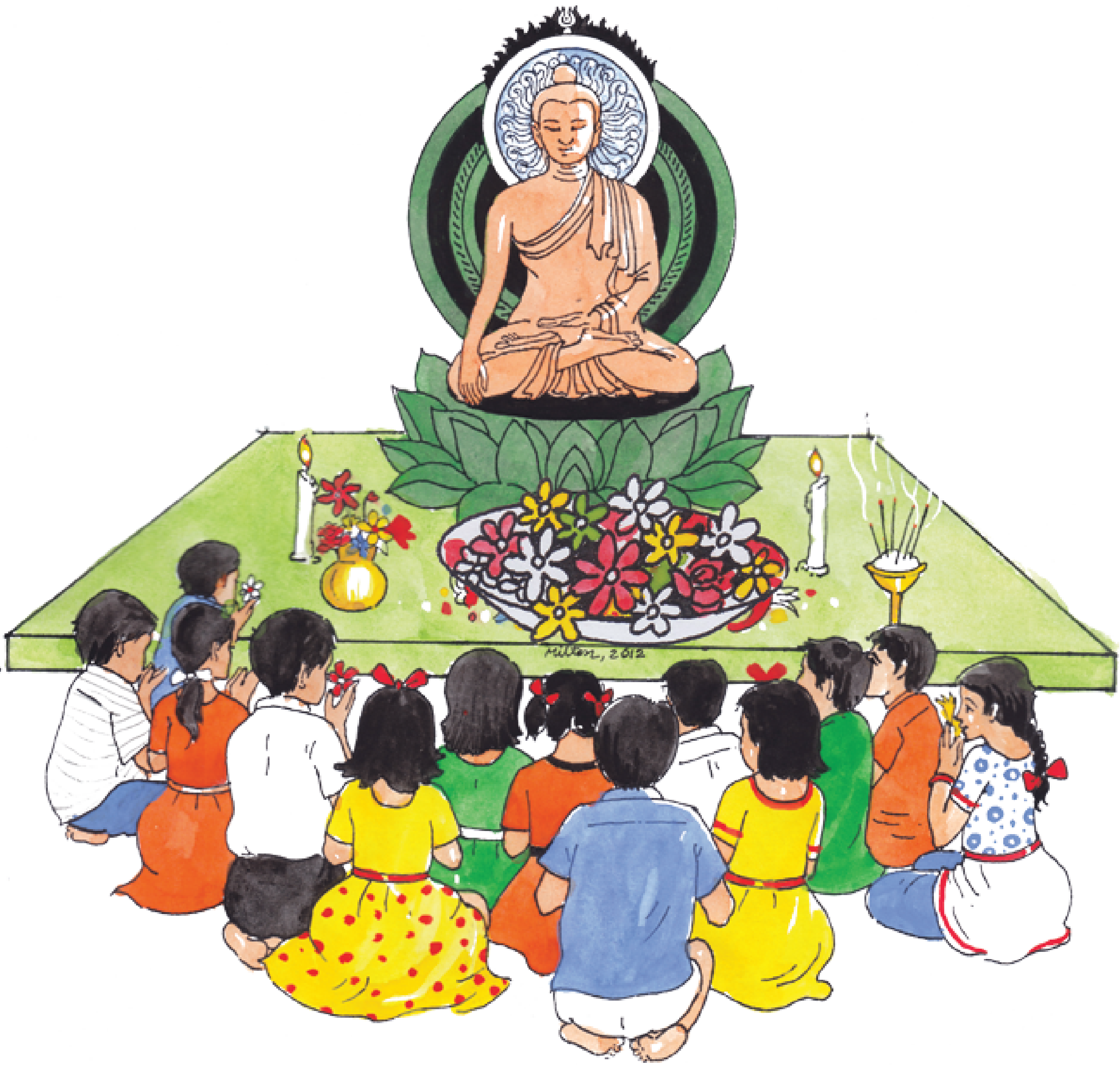

বুদ্ধমূর্তির সামনে পুষ্প পূজারত শিশু-কিশোর, বালক-বালিকা

প্রতিদিন সকালে বিহারে গিয়ে পুষ্প পূজা দেবে। বিহারে যেতে না পারলে বাড়িতেই পুষ্প পূজা দেবে। পুষ্প গাথাটি মুখস্থ করবে। বাংলায় গাথাটি শিখবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুষ্প পূজার গাথা পালি ও বাংলা আবৃত্তি করতে পারবে।

২০২০

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. পূজা কী ?

ক. দান কর্ম   খ. ভাবকর্ম
গ. পুণ্যকর্ম   ঘ. চেতনাকর্ম

২. পূজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো–

ক. বুদ্ধের বাণী ও আদর্শকে অনুসরণ করা   খ. শীলবান জীবন গঠন করা
গ. বিত্ত-বৈভব লাভের জন্য প্রার্থনা করা   ঘ. ভগবান বুদ্ধের স্তুতি করা

৩. পুষ্প পূজা কখন করতে হয় ?

ক. সকালে   খ. দুপুরে
গ. বিকালে   ঘ. রাতে

৪. পূজার ফুলগুলো সাজিয়ে কোথায় দিতে হবে ?

ক. টেবিলের উপর   খ. তাকের উপর
গ. আলমীরার উপর   ঘ. বুদ্ধের আসনের উপর

৫. পুষ্পের সঙ্গো কিসের তুলনা করা হয়েছে–

ক. মনের   খ. দেহের
গ. বাক্যের   ঘ. সম্পদের

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর।

১। ভক্তি প্রদর্শন করাকে .... বলে।
২। ফুল পূজার পুণ্যের ফলে আমার .... লাভ হোক।
৩। আমি মুনীন্দ্র বুদ্ধের .... এই ফুল দিয়ে পূজা করছি।
৪। ভালো কাজের .... পাওয়া যায়।
৫। মানবজীবন ফুলের মতো .... ।

২০২০

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. পূজা করলে ত্রিরত্নের প্রতি	১. বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে।
২. বন্নগন্ধ গুণোপেতং	২. সফলতা পাওয়া যায়।
৩. এরূপ জড়-অজড়	৩. মন প্রসন্ন হয়।
৪. ভালো কাজের	৪. এতং কুসুম সন্ততিং।
৫. পুষ্প গাঁথা আবৃত্তি করে	৫. সকলি অনিত্য।
	৬. পূজার উপকরণ।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. পূজার অর্থ কী?
২. পুষ্প পূজার উপকারিতা কী কী?
৩. পুষ্প পূজায় কী কী ক্ষয় পায়?
৪. পূজা শেষে কার উদ্দেশ্যে বন্দনা জানাবে?
৫. পুষ্পের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১. পূজা করার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।
২. পুষ্প পূজার নিয়ম বর্ণনা কর।
৩. পুষ্প পূজার পালি গাথাটি লেখ।
৪. পুষ্প পূজার গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. পুষ্প পূজা গাথাটির বাংলা অনুবাদ লেখ।

২০২০

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক শিক্ষা

গৃহীশীল

বৌদ্ধধর্মে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রথমেই নৈতিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শীল বলতে নীতিধর্ম বা নৈতিক শিক্ষাকেই বোঝায়। জীবন গঠন করতে হলে নৈতিক গুণই বেশি প্রয়োজন। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবলা, মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হয়। নতুবা নৈতিক গুণে গুণান্বিত হওয়া যায় না। সদাচরণ, ভদ্রতা, পরোপকার, জীবে দয়া ইত্যাদি নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত। এতে মানুষের সৎচিন্তার বিকাশ ঘটে। পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ হচ্ছে মানুষের মহৎগুণ। বৌদ্ধ ধর্মমতে, নীতিবানকে শীলবান বলা হয়। শীলবান হতে হলে চরিত্র গঠন করতে হয়। দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজের কলঙ্ক। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই প্রশংসা করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাকে ভালোবাসে। বৌদ্ধধর্মে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চশীল, অষ্টশীল। আর ভিক্ষুদের জন্য রয়েছে প্রাতিমোক্ষ শীল। শীলই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার মূল ভিত্তি।

শীলের গুরুত্ব

'শীল' শব্দের অর্থ স্বভাব বা চরিত্র। আসলে শীল মানে সদাচার ও সংযম। বিশেষ অর্থে নিয়মনীতিকেও বোঝায়। শীলের অনুশীলন ছাড়া চরিত্র গঠন করা যায় না। বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণে বিচার করলে এ নিয়মনীতির অভ্যাস বা চর্চার নামই শীল। সুনীতির অনুশীলনে কায়, বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ থাকে। স্বভাব সুন্দর হয়। রাগ প্রশমিত হয়। বিদ্বেষভাব থাকে না। মোহে আচ্ছন্ন থাকে না। হিংসা উৎপন্ন হয় না। পরিবারে শান্তি বিরাজ করে। এজন্য শীল পালনকারীকে শীলবান বলা হয়।

ত্রিপিটকে বিভিন্ন প্রকার শীলের কথা আছে। তন্মধ্যে পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল, ভিক্ষুশীল অন্যতম। গৃহী বা সংসারী বৌদ্ধরা পঞ্চশীল পালন করে থাকে। তারা অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অষ্টশীলও পালন করে। শ্রামণেরা দশশীল পালন করে থাকেন। ভিক্ষুরা ভিক্ষুশীলের ব্রত সম্পন্ন করেন। গৃহীরা সবসময় পঞ্চশীল পালনে সচেষ্ট থাকবে।

শীল গ্রহণের কিছু নিয়ম আছে। প্রথমে মুখ, হাত,পা ভালো করে ধুয়ে নিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবে। চুল আঁচড়ে নিবে। বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর কাছে পঞ্চশীল প্রার্থনা করবে। বিহার দূরে থাকলে নিজের ঘরেও বুদ্ধমূর্তির সামনে পঞ্চশীল গ্রহণ করা যায়। ভিক্ষুকে 'ভন্তে' বলে সম্বোধন করবে। দুইহাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসবে। প্রথমে ভিক্ষুকে বন্দনা করবে। এরপর পালিতে পঞ্চশীল প্রার্থনা করবে:

পঞ্চশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

পঞ্চশীল প্রার্থনার বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

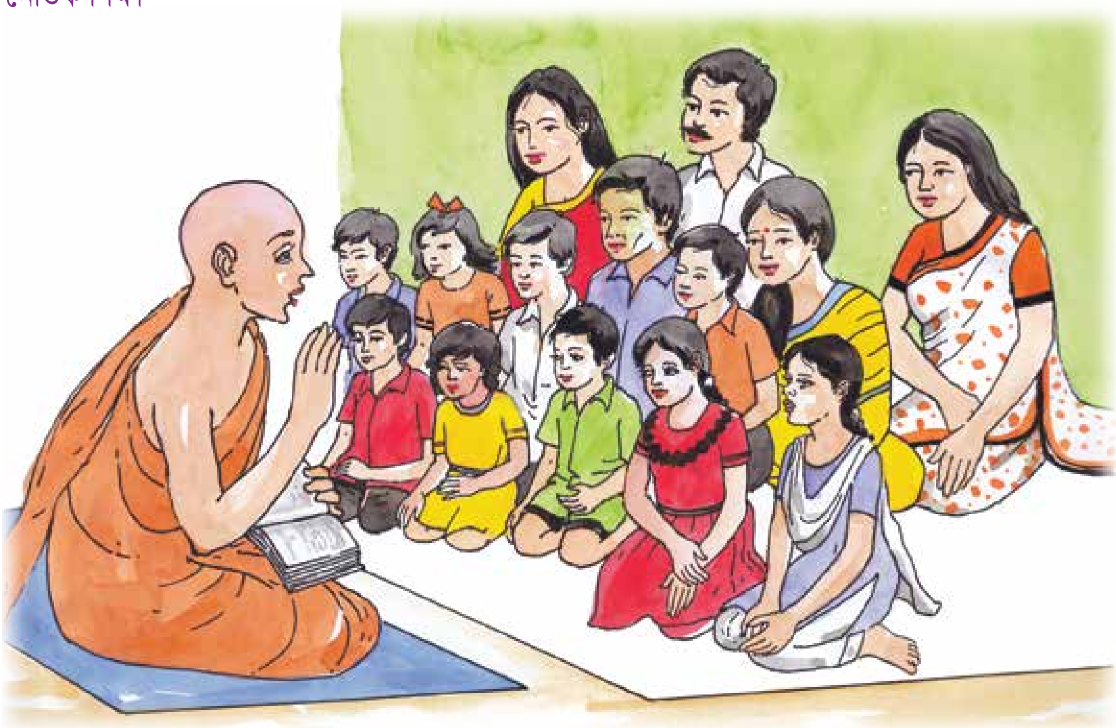

ভিক্ষুর নিকট থেকে পঞ্চশীল গ্রহণরত পিতামাতার সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরী

পঞ্চশীল প্রার্থনা শেষ হলো।

এখন ভন্তে বলবেন- যম্‌হং বদামি তং বদেথ–আমি যা বলছি তা বল।

তোমরা বলবে: আম ভন্তে-ভন্তে, হাঁ বলছি।

ভিক্ষু এখন পঞ্চশীল প্রদান শুরু করবেন। ভন্তে একটি একটি করে পাঁচটি শীল উচ্চারণ করবেন। তোমরা পরপর বলবে।

পঞ্চশীল

১. পানাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরেয মজ্জপমাদট্‌ঠনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

শরণাগমনে জেনেছ, পালিতে লেখা 'য' উচ্চারণের সময় 'য়' উচ্চারণ করতে হয়।

পঞ্চশীলের বাংলা অনুবাদ শিখবে। নিম্নে অনুবাদ দেওয়া হলো:

১. প্রাণীহত্যা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্তবস্তু (যা দেওয়া হয়নি) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. মিথ্যা কামাচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. নেশাদ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

পঞ্চশীল প্রদান করার পর ভন্তে বলবেন, ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রদান করা হলো। শ্রদ্ধার সাথে মনোযোগ সহকারে শীল পালন করবে। তোমরা একসাথে সাধু, সাধু, সাধু বলে তিনবার সাধুবাদ দিবে। নতজানু হয়ে আবার বন্দনা করে পঞ্চশীল গ্রহণ শেষ করবে। সকাল-বিকাল দুইবেলা পঞ্চশীল গ্রহণ করবে। সযত্নে পঞ্চশীল পালন করবে।

শীলের উপকারিতা

শীল মানব জীবন গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। ব্যক্তিজীবন প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রব্রজিত হোক কিংবা গৃহী হোক প্রত্যেকের শীল পালন করা একান্ত কর্তব্য। সবাই সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। শীলের মাধ্যমেই সুখ লাভ করা যায়। যিনি যত বেশি নিখুঁতভাবে শীল পালন করেন, তিনি তত বেশি সুখ লাভ করেন। শীলবান ব্যক্তিরা ক্ষমাশীল। তাঁরা দুষ্কর্ম করেন না। শীল লঙ্ঘনকারীরা পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সৎকর্ম ছাড়া আত্মমুক্তি সম্ভব নয়। শীল মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে। সবাই তাঁদের প্রশংসা করেন। তাঁরা যশ-কীর্তির অধিকারী হন। সুতরাং বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শীলের সুফল

যাঁরা পঞ্চশীল পালন করেন তাঁরা ভোগ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। সকলে তাঁদের প্রশংসা করেন। স্বর্গে গমন করেন। তাঁরা নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন। নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। শীলাচরণ ছাড়া পাপ-মল বিশুদ্ধ হয় না। শীলবানের সুগন্ধি বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়। শীল নির্বাণলাভের সোপান বা সিঁড়ি। সকল নীতির মধ্যে শীলই উত্তম নীতি। তাই শীল পালন অত্যন্ত প্রয়োজন। তোমরা প্রত্যেকে পঞ্চশীল পালন করবে। এতে তোমাদের মন সংযত থাকবে। পঞ্চশীল পালনের দ্বারা চরিত্রবান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা যায়। বলতে গেলে, নৈতিক গুণে গুণান্বিত হয়। সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে।

২০২০

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. জীবন গঠন করতে হলে কোন গুণটি বেশি প্রয়োজন?

ক. নৈতিক   খ. তাত্ত্বিক
গ. প্রান্তিক   ঘ. সাময়িক

২. শীল পালনকারীকে কী বলা হয়?

ক. শীলকথা   খ. শীলপ্রথা
গ. শীলবান   ঘ. জ্ঞানবান

৩. পঞ্চশীল কারা পালন করেন?

ক. গৃহীরা   খ. ভিক্ষুরা
গ. শ্রামণেরা   ঘ. ব্রাহ্মণেরা

৪. পঞ্চশীল সাধারণত কতো বেলা গ্রহণ করতে হয়?

ক. এক বেলা   খ. দুই বেলা
গ. তিন বেলা   ঘ. চার বেলা

৫. মানব জীবন গঠনের ভিত্তি কী?

ক. দান   খ. ভাবনা
গ. চেতনা   ঘ. শীল

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর।

১। বৌদ্ধধর্মে .... শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক।
২। দুশ্চরিত্র ব্যক্তি .... কলঙ্ক।
৩। গৃহী বা সংসারী বৌদ্ধরা .... পালন করে থাকে।
৪। ভিক্ষুকে .... বলে সম্বোধন করবে।
৫। শীলবান ব্যক্তিরা .... ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. শীলবান হতে হলে	১. পঞ্চশীল প্রার্থনা করবে।
২. শীলের অনুশীলন ছাড়া	২. কায়, বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ থাকে।
৩. সুনীতির অনুশীলনে	৩. শীলই উত্তম নীতি।
৪. শ্রদ্ধার সাথে মনোযোগ সহকারে	৪. চরিত্র গঠন করা যায় না।
৫. সকল নীতির মধ্যে	৫. চরিত্র গঠন করতে হয়।
	৬. শীল পালন করবে।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

১. বৌদ্ধধর্ম মতে, নীতিবানকে কী বলা হয়?
২. কয়েকটি শীলের নাম লেখ।
৩. ‘শীল’ শব্দের অর্থ কী?
৪. পঞ্চশীল গ্রহণের সময় কীভাবে বসতে হয়?
৫. শ্রামণেরা কোন শীল পালন করেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১. নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা কর ।
২. শীলের উপকারিতা বর্ণনা কর ।
৩. পঞ্চশীল পালিতে লেখ ।
৪. পঞ্চশীলের বাংলা অনুবাদ লেখ ।
৫. শীল পালনের সুফল বর্ণনা কর ।

২০২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি

বিনয় পিটক

বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। 'ত্রি' অর্থ তিন এবং 'পিটক' অর্থ আধার বা পাত্র। অন্য অর্থে ঝুঁড়িও বোঝায়। ত্রিপিটকের তিনটি পিটক হলো –

১. বিনয় পিটক
২. সূত্র পিটক
৩. অভিধর্ম পিটক

এ তিনটি পিটককে একত্রে ত্রিপিটক বলা হয়।

ত্রিপিটকে বুদ্ধের ধর্মবাণী, উপদেশ ও শিক্ষা বর্ণিত আছে। এখন তোমাদের ত্রিপিটক রচনার কথা জানাব।

পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থ

আজ হতে দুই হাজার পাঁচশত বছর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা ও উপদেশ দিতেন। তাঁরা বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ মনে ধারণ করে রাখতেন। বুদ্ধের শিষ্যরা সেসব ধর্মবাণী অন্যদের শোনাতেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরা এসব ধর্মবাণী প্রচলিত ছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর ধর্মবাণী সংরক্ষণ বা লিখে রাখার প্রয়োজন মনে হলো। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। মগধরাজ অজাতশত্রু সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

বুদ্ধবাণী সংগ্রহের জন্য যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় তাকে সংগীতি বলে। বিভিন্ন সংগীতির মাধ্যমে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম তিনটি সংগীতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম সংগীতিতে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য মহাকাশ্যপ স্থবির সভাপতিত্ব করেন। এতে পাঁচশত অর্হৎ স্থবির রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হয়। সভায় বিনয়ধর উপালি স্থবির

বিনয় এবং বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ স্থবির ধর্ম আবৃত্তি করেন। এভাবে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর দ্বিতীয় সংগীতিতে যশ স্থবির সভাপতিত্ব করেন। এ সংগীতি উপলক্ষ্যে সাতশত অর্হৎ স্থবির বৈশালীতে সমবেত হন। এতে রাজা কালাশোক সংগীতি আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ সংগীতিতেও ধর্ম-বিনয় পুনরাবৃত্তি করা হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সহযোগিতায় তৃতীয় সংগীতি আয়োজন করা হয়। রাজধানী পাটলীপুত্রে এ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। মোগ্‌গলিপুত্ত তিসস্‌–এর নেতৃত্বে এক হাজার অর্হৎ স্থবির সংগীতিতে উপস্থিত ছিলেন। এ সংগীতিতে ধর্ম, বিনয় ও অভিধর্ম নামে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংগৃহীত হয়। সংক্ষেপে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকই হলো ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা অনেক। এটি পাঠের মাধ্যমে মানুষের চিত্ত বা মন পরিশুদ্ধ হয়। সর্বদা সৎ, ন্যায় ও নিষ্ঠাবান হতে শিক্ষা দেয়। জীবনে উন্নতি, সুখ, শান্তি ও প্রশান্তি লাভ হয়।

বুদ্ধের সময়ে পালি ছিল সাধারণ লোকের মুখের ভাষা। বুদ্ধ পালি ভাষায় ধর্মবাণী প্রচার করেন। তাই ত্রিপিটক পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

এ শ্রেণিতে তোমরা শুধুমাত্র বিনয় পিটক সম্পর্কে জানবে। ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগ হলো ‘বিনয় পিটক’। ‘বিনয়’ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান। পৃথিবীর সবকিছু নিয়মনীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ বিনয়ের নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন অতিবাহিত করেন। বিনয় আমাদের সুশৃঙ্খল ও সংযমের শিক্ষা দেয়। মহাকারুণিক বুদ্ধ বিনয়কে বুদ্ধশাসনের আয়ু বলেছেন।

বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ আছে। এ গ্রন্থগুলো হলো –

১. পারাজিকা ২. পাচিত্তিয়া ৩. মহাবগ্‌গ ৪. চুল্লবগ্‌গ ও ৫. পরিবার পাঠো।

পারাজিকা ও পাচিত্তিয়াকে একত্রে সুত্ত বিভঙ্গ এবং মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গকে একত্রে এর নাম খন্ধক বলা হয়। সংক্ষেপে সুত্ত বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার পাঠো এ তিনটি ভাগেও বিভক্ত করা যায়।

বিনয় পিটকের গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো –

১. পারাজিকা

‘পারাজিকা’ শব্দের অর্থ হলো পরাজয়, বর্জিত, অপসারিত প্রভৃতি। অর্থাৎ ধর্ম থেকে চ্যুত, বিনয়কর্মে অযোগ্য। ভিক্ষুদের পালনীয় শীল হলো চারটি পারাজিকা। পারাজিকা গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় ৫৯টি শীল নীতির কথা আছে।

২. পাচিত্তিয়া

‘পাচিত্তিয়া’ শব্দের অর্থ প্রায়শ্চিত্তিক, দুঃখ প্রকাশ, দোষ স্বীকার ইত্যাদি। পালি সাহিত্যে মোট ৯২টি পাচিত্তিয়া ধর্মের উল্লেখ আছে। এতে বৌদ্ধ সংঘের প্রতিপাল্য ১৬৮টি শীল সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। সর্বমোট ২২৭টি শীলের উল্লেখ আছে ‘প্রাতিমোক্ষ’ গ্রন্থে।

৩. মহাবগ্‌গ

এতে বুদ্ধত্ব লাভ হতে বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধজীবনের কাহিনীগুলোর ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এজন্য বুদ্ধের জীবন ইতিহাস জানার জন্য গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিশেষ করে বৌদ্ধ সংঘের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস এতে বিস্তৃত পাওয়া যায় ।

৪. চুল্লবগ্‌গ

চুল্লবগ্‌গ গ্রন্থে কর্ম, পরিবাস, সমুচ্চয়, সমথ, ক্ষুদ্রবস্তু, সেনাসন, সংঘভেদ, ব্রত, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ, ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ পঞ্চম ও সপ্তম সংগীতি বিষয়ে আলোচনা আছে। তবে এতে গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনী ও ধর্ম প্রচারের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে।

৫. পরিবার পাঠো

এটি বিনয় পিটকের শেষ গ্রন্থ। এতে ছোট বড় ২১টি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিষয় সম্বলিত শিক্ষাপদসমূহের ব্যাখ্যা রয়েছে। এ গ্রন্থটি কবিতাকারে লেখা। মূলত গ্রন্থটি বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্ত সার।

বিনয় পিটক ও সূত্র পিটকের পার্থক্য

বিনয় পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে। আর সূত্র পিটকে বুদ্ধের আদেশ ও উপদেশমূলক শিক্ষার আলোচনা আছে। সংগীতিতে প্রথমে বিনয় পিটক আবৃত্তি হয় এবং পরে ধর্ম (সূত্র) পিটক আবৃত্তি হয়। বিনয় পিটককে বুদ্ধশাসনের ভিত্তি বলা হয়। আর সূত্র পিটক হলো বুদ্ধের কাহিনী ও বর্ণনামূলক উপদেশ। বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ এবং সূত্র পিটকে একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

তোমরা বিনয় পিটকের পরিচয় জানতে পারলে। এ পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম ও বিষয় জানলে। তাই বিভিন্ন নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা জানার জন্য এ পিটক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

ক. বাইবেল খ. ত্রিপিটক
গ. গীতা ঘ. গ্রন্থসাহেব

২. ত্রিপিটক কত ভাগে বিভক্ত?

ক. তিন খ. দুই
গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. কোন স্থবির প্রথম সংগীতি আহ্বান করেন?

ক. উপালি খ. যশ
গ. আনন্দ ঘ. মহাকাশ্যপ

৪. দ্বিতীয় সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক. বৈশালী খ. শ্রাবস্তী
গ. রাজগৃহ ঘ. বুদ্ধগয়া

৫. বিনয় পিটক কে আবৃত্তি করেন?

ক. সারিপুত্র খ. উপালি
গ. আনন্দ ঘ. মহাকাশ্যপ

৬. বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

ক. চুল্লবগ্‌গ খ. মহাবগ্‌গ
গ. পারাজিকা ঘ. পরিবার পাঠো

২০২০

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর।

১। ত্রিপিটক মানে .... পিটক।
২। বুদ্ধের শিষ্যরা সেসব .... অন্যদের শোনাতেন।
৩। মহাকারুণিক বুদ্ধ বিনয়কে .... আয়ু বলেছেন।
৪। বুদ্ধবাণী সংগ্রহের জন্য যে ধর্মসভা হয়, তাকে .... বলে।
৫। বিনয় পিটকে .... গ্রন্থ আছে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

বাম	ডান
১. ত্রিপিটক বৌদ্ধদের	১. ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগ।
২. পাচিত্তিয়া গ্রন্থে	২. একত্রে খন্ধক বলা হয়।
৩. বিনয় পিটক	৩. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।
৪. মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গকে	৪. বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্তসার
৫. পরিবার পাঠো গ্রন্থটি	৫. ১৬৮টি শীল আছে।
	৬. জ্ঞান থাকা দরকার।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. ত্রিপিটক কাকে বলে ?
২. ত্রিপিটকের ভাষা কী ?
৩. বিনয় পিটক কী?
৪. প্রথম সংগীতির সভাপতি কে ছিলেন?
৫. কোনটিকে বৌদ্ধ শাসনের ভিত্তি বলা হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. ত্রিপিটকে বুদ্ধবাণী সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২. সংগীতি কী? প্রথম সংগীতির বর্ণনা দাও।
৩. বিনয় পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর।
৫. বিনয় পিটক ও সূত্র পিটকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

সপ্তম অধ্যায়

কর্মের বিভাজন

যা করা হয় তা কর্ম। ভালো-মন্দ উভয়কে কর্ম বলে। গুরুভক্তি, মাতাপিতার সেবা, পরোপকার, চরিত্র গঠন প্রভৃতি হচ্ছে কুশল কর্ম বা সৎ কর্ম। ভালো কাজকে কুশল কর্ম বলে

হিংসা, বিদ্বেষ, প্রাণীহত্যা, মিথ্যাকথা, চুরি, পরের ক্ষতিসাধন—এসবই অকুশল কর্ম বা। অসৎ কর্ম। খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলা হয়।

ভালো কাজ করলে সবাই প্রশংসা করে। সুখ ভোগ করে। স্বর্গে যায়। খারাপ কাজ করলে দুঃখ পায়। সবাই নিন্দা করে। পাপ হয়। নরকে যায়।

মানুষ কর্মের অধীন। কর্মের কারণে মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়। মানুষের মধ্যেও ভালো-মন্দ আছে। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সবল-দুর্বল নানা ধরনের লোক রয়েছে। আবার অন্ধ, পঙ্গু, বধির, বোবা লোকও দেখা যায়। তাদের দেখলে মনে কষ্ট লাগে। তাদের সাহায্য করা উচিত।

মানুষের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? কর্মফলের কারণে এরূপ পার্থক্য হয়। যে যেরূপ কর্ম করে সে সেরূপ ফল ভোগ করে। এতে কারো হাত নেই।

যারা প্রাণীহত্যা করে না তারা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে। দীর্ঘায়ু হয়। সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। এটা জীবের প্রাণদানের সুফল। সেজন্য বুদ্ধ বলেছেন—

জীবের জীবন না করি হরণ
মরণে স্বর্গে যায়;
নররূপ ধরি সুখভোগ করি
জীবনে দীর্ঘায়ু পায়।

কেউ কেউ অল্প বয়সে মারা যায়। এটা পূর্বজন্মের প্রাণীহত্যার কারণ। মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করলেও অকালে মৃত্যুবরণ করে। যেমন—

জীবের জীবন   করিলে হরণ
মরণে নরকে যায়;
নররূপ ধরি   দুঃখভোগ করি
অকালে মরিয়া যায়।

বুদ্ধ কর্মের সুফল ও কুফল সম্পর্কে এরূপ অনেক উপদেশ দিয়েছেন। যেমন–গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলে উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। দান দিলে পরজন্মে ধনী হয়। উপকার করলে পণ্ডিত হয়।

পরের অনিষ্ট করলে মূর্খ হয়। নিন্দা করলে নিজের জীবন কলুষিত হয়। হীনকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। রাগী হলে বিশ্রী হয়। এগুলো খারাপ কাজ।

তোমরা সৎকর্ম ও অসৎ কর্ম সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকবে। কখনো খারাপ কাজ করবে না। সৎকাজে আগ্রহী হবে। তা হলে অনুতাপ করতে হবে না। সুন্দর জীবন গঠন করতে পারবে।

এ সম্পর্কে তোমাদের দুইটি উপদেশমূলক কাহিনী বলছি। মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবে।

একদা ভগবান বুদ্ধ বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে কৈবত্ত গ্রামে শীলাবতী নামে এক রমণী ছিলেন। একদিন তিনি এক ভিক্ষুকে দেখে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি ভিক্ষুকে এক চামচ ভিক্ষা দিলেন।

পরে তাঁর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তিনি ভিক্ষুদের জন্য একটি বিশ্রামশালা নির্মাণ করে দিলেন। অন্ন-পানীয়ের ব্যবস্থাও করলেন। ভিক্ষুদের নিকট ধর্মশ্রবণ করতেন। ফলে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংযত জীবনযাপন করতেন। ধ্যান-সাধনায় রত থাকতেন। তিনি অচিরেই স্রোতাপন্না হলেন।

অতঃপর মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। শতশত দেবকন্যা তাঁর সেবা করত। তিনি দিব্যসুখ অনুভব করতেন। আনন্দিত চিত্তে বিচরণ করতেন। সুকর্মের ফল কত মহৎ!

২০২০

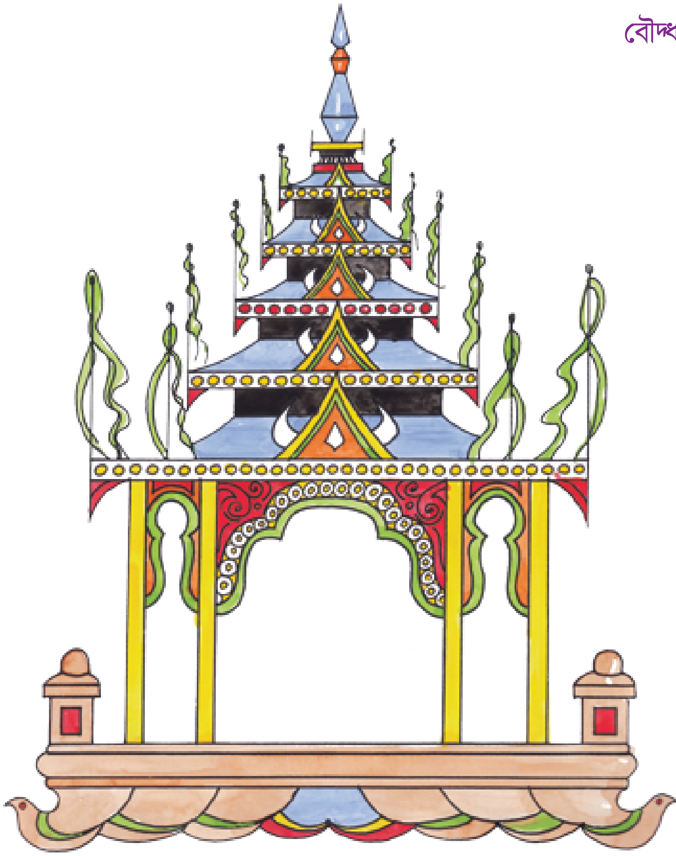

তাবতিংস স্বর্গ

আরও একটি কাহিনী শোন।

রাজগৃহে একজন ধনী লোক ছিলেন। তার কোনো অভাব ছিল না। অথচ তিনি মৃগ শিকার করতেন। তার এক ধার্মিক বন্ধু তাকে উপদেশ দিতেন। বলতেন, "প্রাণী হত্যা থেকে বিরত হও। পুণ্যকর্ম কর, না হয় দুঃখ পাবে।" তিনি বন্ধুর উপদেশ মানতেন না।

ধার্মিক বন্ধু এক শীলবান ভিক্ষুর নিকট গেলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন, শিকারীকে উপদেশ দেবার জন্য। একদিন সকালে ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য শিকারীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। শিকারী ভিক্ষুকে আসনে বসালেন। ভিক্ষু তাকে প্রাণী হত্যার কুফল সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। এভাবে ভিক্ষু তার বাড়িতে তিনবার গেলেন। তাতেও তিনি শিকার করা থেকে বিরত হলেন না।

পরে শিকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রী-পুত্র সবাই চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারল না। ভয়ে চিৎকার করে মারা গেলেন। তাকে শ্মশানে দাহ করা হলো। কিন্তু প্রতিদিন বাড়ির

২০২০

পাশে এসে কে যেন কাঁদত। শিকারীর স্ত্রী বিহারে গিয়ে বুদ্ধকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বুদ্ধ উত্তরে বললেন, "তোমার স্বামী প্রাণী হত্যা করেছে। অসংখ্য মৃগ বধ করেছে। নরকে উৎপন্ন হয়েছে। নরক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। তাই এভাবে কাঁদছে।" স্ত্রী মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সংঘদান করলেন। তারা উৎপাত থেকে রক্ষা পেলেন।

নরকের আগুন

দেখ, অকুশল কর্মের কুফল কী ভয়াবহ! তোমরা সবসময় কুশল কর্মে রত থাকবে। অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করবে। দান দেবে। শীল পালন করবে। সংযত থাকবে। জীবে দয়া, পরোপকার প্রভৃতিও সৎকর্ম। এতে সকলের উপকার হয়। নিজেও শান্তিতে থাকে।

২০২০

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√)চিহ্ন দাও ।

১. ভালো কাজকে কী বলা হয়?

ক. অকুশল কর্ম
খ. কুশল কর্ম
গ. নিত্য কর্ম
ঘ. দুষ্কর্ম

২. পরের অনিষ্ট করলে কী হয়?

ক. অন্ধ
খ. পঙ্গু
গ. মূর্খ
ঘ. বোবা

৩. মানুষ কার অধীন?

ক. কর্মের
খ. প্রকৃতির
গ. স্ত্রী-পুত্রের
ঘ. আত্মীয়-স্বজনের

৪. দান দিলে পরজন্মে কী হয়?

ক. জ্ঞানী
খ. ধ্যানী
গ. ঋণী
ঘ. ধনী

৫. শিকারী মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হয়েছিল?

ক. স্বর্গে
খ. নরকে
গ. মনুষ্যলোকে
ঘ. দেবলোকে

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ।

১। ভালো কাজ করলে সবাই .... করে।
২। যে যেরুপ কর্ম করে সে সেরুপ .... ভোগ করে ।
৩। খারাপ কাজকে .... কর্ম বলা হয়।
৪। রাজগৃহে একজন .... লোক ছিলেন।
৫। জীবে দয়া, ... প্রভৃতিও সৎকর্ম।

২০২০

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. নিন্দা করলে নিজের জীবন	১. সংঘদান করলেন।
২. কেউ কেউ অল্প বয়সে	২. উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।
৩. স্ত্রী মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে	৩. কলুষিত হয়।
৪. যেমন–গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলে	৪. তাকে বাঁচাতে পারল না।
৫. স্ত্রী-পুত্র সবাই চেষ্টা করেও	৫. মারা যায়।
	৬. ফল কত মহৎ।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

১. কর্ম বলতে কী বোঝ?
২. কুশল কর্ম কাকে বলে? কয়েকটি কুশল কর্মের নাম লেখ।
৩. ধার্মিক বন্ধু কার নিকট গেলেন?
৪. কী কারণে মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়?
৫. শীলাবতী মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হয়েছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১. কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
২. বিভিন্ন রকম মানুষের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
৩. শীলাবতীর সুকর্মের কাহিনীটি লেখ।
৪. শিকারীর অকুশল কর্মের ফল সম্পর্কে লেখ।
৫. কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি রচনা লেখ।

২০২০

অষ্টম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অতি পরিচিত নাম। এ দুইটি নাম শ্রবণ মাত্রই অন্তরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জেগে উঠে। এখন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে।

দীপবতি নামে একটি নগর ছিল। সে নগরে সুমেধ নামে একজন তাপস বাস করতেন। সুমেধ তাপস বুদ্ধ হতে ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি দীপংকর বুদ্ধকে বন্দনা করেন। তাঁর নিকট বুদ্ধ হওয়ার জন্য বর প্রার্থনা করেছিলেন। দীপংকর বুদ্ধ তাকে বুদ্ধ হবেন বলে আশীর্বাদ করলেন। সেদিন হতে সুমেধ তাপস বুদ্ধত্ব লাভে সংকল্পবদ্ধ হন। তখন হতে ৫৫০ বার বিভিন্ন কুলে জন্ম নেন। সে জন্মগুলোকে বোধিসত্ত্ব জন্ম বলা হয়।

'বোধি' অর্থ জ্ঞান। 'বোধ' শব্দ হতে বোধি শব্দের উৎপত্তি। যিনি লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হন, তিনিই বুদ্ধ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধের অন্তরের উৎপন্ন জ্ঞান লৌকিক নয়, লোকোত্তর। এ জ্ঞানকে পরম জ্ঞানও বলা যেতে পারে। এ কারণে পৃথিবীর সব জ্ঞানীই বুদ্ধ নন। পৃথিবীতে বুদ্ধ হতে হলে অবশ্যই দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়। এ পারমী পূর্ণ না করলে বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

ত্রিপিটকে তিন প্রকার বুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে। যথা–১. সম্যক সম্বুদ্ধ ২. প্রত্যেক বুদ্ধ ৩. শ্রাবক বুদ্ধ।

এখন তিন প্রকার বুদ্ধের পরিচিতি জানাব।

সম্যক সম্বুদ্ধ

সম্যক সম্বুদ্ধ হতে হলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়। শেষ জন্মে সর্বতৃষ্ণা ক্ষয় করে সম্যক সম্বুদ্ধ হন। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। জগতে একই সঙ্গে দুইজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না। গৌতম বুদ্ধসহ আজ পর্যন্ত আটাশ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়।

প্রত্যেক বুদ্ধ

প্রত্যেক বুদ্ধ আপন সাধনা বলে অর্হত্ব হন। পরে বুদ্ধ হন। তাঁরা জন্ম পথ রোধ করেন। নির্বাণ লাভ করেন। তবে তাঁদের জ্ঞান নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁদের সাধনার ফল মানুষের নিকট প্রচারিত হয় না।

২০২০

শ্রাবক বুদ্ধ

সম্যক সম্বুদ্ধের অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য থাকেন। এ শিষ্যরা অনেক উপদেশ অনুসরণ করেন। এঁদের মধ্যে অনেকে সৎ জীবন যাপন করে অর্হত্বফল লাভ করেন। অর্হত্বেরা নির্বাণও লাভ করেন। তাঁদেরকে শ্রাবক বুদ্ধ বলা হয়।

যাঁরা বুদ্ধ হতে ইচ্ছা করেন, তাঁদেরকে অবশ্যই দশ পারমী পূর্ণ করতে হবে। দশ পারমী হলো: দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, ক্ষান্তি, বীর্য, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা ও প্রজ্ঞা। এই দশ প্রকার পারমী, উপপারমী ও পরমার্থ পারমী ভেদে পারমী ত্রিশ ভাগে বিভক্ত।

এসব পারমী পূরণ করা সহজ সাধ্য নয়। এসব পারমী পূর্ণ করতে বহু জন্মের সাধনার প্রয়োজন। এজন্য তাঁদের বিভিন্ন প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে আর্য-মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব হবে।

পারমী শব্দের অর্থ হলো পরিপূর্ণতা। বুদ্ধ হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করতে হয়। পারমী পূর্ণ না করলে বুদ্ধ হওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণে জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অতিশয় দুর্লভ।

বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হলো–

বুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব
১. বুদ্ধ হতে হলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়।	১. বোধিসত্ত্ব হতে হলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয় না।
২. তৃষ্ণা ক্ষয় করে বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন।	২. তৃষ্ণা ক্ষয় না করা পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব নির্বাণ লাভ করতে পারে না।
৩. বুদ্ধগণ বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবকিছু অবগত হন।	৩. বোধিসত্ত্বগণ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন।
৪. বুদ্ধগণ সব বিষয় সম্পর্কে জানেন।	৪. বোধিসত্ত্বগণ সব বিষয় সম্পর্কে জানেন না।
৫. বুদ্ধগণ জীবগণের ইহ ও পরকাল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারেন।	৫. বোধিসত্ত্বগণ জীবগণের ইহ ও পরকাল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারেন না।
৬. বুদ্ধের চিত্ত চঞ্চল নয়।	৬. বোধিসত্ত্বদের চিত্ত চঞ্চল।
৭. বুদ্ধগণ বিমুক্ত-মহাপুরুষ।	৭. বোধিসত্ত্বগণ বিমুক্ত মহাপুরুষ নন।
৮. বুদ্ধের জ্ঞান আকাশের ন্যায় সীমাহীন।	৮. বোধিসত্ত্বগণের জ্ঞান সীমিত।

গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হওয়ার জন্য পারমীসমূহ পূর্ণ করেন। তিনি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বিভিন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। সব জন্মেই বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। এখানে বোধিসত্ত্ব জীবনের দুইটি ঘটনা বলব।

এক সময় বোধিসত্ত্ব বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বানরটি নদীর কূলে বাস করত। নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপ ছিল। সে দ্বীপে একটি আম গাছ ছিল। দ্বীপ ও নদীর তীরের মধ্যস্থলে একটি পাথর ছিল। বানরটি এক লাফে পাথরটিতে পড়ত। আরেক লাফে দ্বীপে গিয়ে আম খেতো। সন্ধ্যার পূর্বে নদীর তীরে ফিরে আসত। এসে প্রথমে পাথরটিকে দেখতো।

ঐ নদীতে কুমির ছিল। একটি কুমির বানরটিকে দেখল। তার বানরের কলিজা খাওয়ার লোভ হলো। কুমিরটি পাথরের উপর শুয়ে রইল। বানর তীরে আসার পূর্বে কুমিরটিকে দেখল।

নদীর তীরে বানর ও নদীতে কুমির

তখন বানর কুমিরকে বলল, “ভাই কুমির, তুমি পাথরের উপর শুয়ে আছ কেন?” কুমির বলল, “ভাই বানর, তোমার কলিজা খাবার জন্য শুয়ে আছি।”

বানরটি বলল, “ভাই কুমির, তুমি মুখ হা কর। আমি তোমার মুখে পড়ব। তখন তুমি আমায় ধরে কলিজা খাবে।” কুমির মুখ হা করল। কুমিরের চোখ দুইটি কোঠরে প্রবেশ করল। কুমিরের চোখ বন্ধ হয়ে গেল। এ সুযোগে বানর দ্রুতবেগে এক লাফে কুমিরের মাথায় পড়ল। আরেক লাফে তীরে পৌঁছাল। এভাবে নিজ বুদ্ধি বলে বানর বিপদ থেকে রক্ষা পেল। বানর প্রাণে বাঁচল।

২০২০

অন্ধ বৃদ্ধ শকুন-শকুনি ও বোধিসত্ত্বরূপী শকুন

বোধিসত্ত্ব এক সময় শকুন কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধ মাতাপিতার সঙ্গে পাহাড়ের এক উঁচু গাছে বাস করত। শকুনটি প্রতিদিন মরা মাংস সংগ্রহ করে অন্ধ মাতাপিতাকে খাওয়াত।

কিন্তু একদিন শকুনটি ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়ল। ব্যাধ শকুনটি ধরল। তখন শকুনকে জিজ্ঞাসা করল, "কেন তুমি কাঁদছ?" তখন শকুন বলল, "ভাই ব্যাধ! আমার বাঁচার জন্য কাঁদছি না। আমার অন্ধ বৃদ্ধ মাতাপিতার জন্য কাঁদছি। আমার মৃত্যু হলে, আমার অন্ধ মাতাপিতা কীভাবে বাঁচবে?" মাতাপিতার প্রতি শকুনের এরূপ ভক্তি দেখে শকুনটির প্রতি ব্যাধের দয়া হলো। ব্যাধ শকুনটিকে ছেড়ে দিল। শকুনটি আনন্দের সাথে বৃদ্ধ অন্ধ মাতা-পিতার নিকট ফিরে গেল। জগতে মাতাপিতার সেবা করা উত্তম মঙ্গল।

বোধিসত্ত্বের জীবন হচ্ছে কলংকশূন্য, পাপহীন ও পবিত্র। বোধিসত্ত্বরা মূলত বিশুদ্ধ মনের অধিকারী। জীবের কল্যাণ সাধনই তাঁদের জীবনের প্রধান ব্রত। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা বোধিসত্ত্বদের বিশেষ গুণ। হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করে। সকল জীবকে ভালোবাসাই জীবনের বৈশিষ্ট্য।

বোধিসত্ত্বগণ সাধনার দ্বারা পারমী পূরণ করেন। পরে বুদ্ধ হয়ে তৃষ্ণাক্ষয়ে নির্বাণ লাভ করেন। পরোপকারই বোধিসত্ত্বদের জীবনের প্রধান আদর্শ। ত্যাগী, শান্তি অর্জন, ধৈর্যশীল হওয়া তাঁদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। এজন্য বোধিসত্ত্বদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সকলের কর্তব্য।

বোধিসত্ত্বরূপী শকুনকে ব্যাধ ছেড়ে দিচ্ছে

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. কোন দুইটি নাম অতি সুপরিচিত?

ক. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব খ. থের ও শ্রাবক সংঘ।
গ. বোধিসত্ত্ব ও শ্রমণ ঘ. ভিক্ষুসংঘ ও গৃহী

২. দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট কে বর প্রার্থনা করেন?

ক. আরাড় কালাম খ. সুমেধ তাপস
গ. ঋষি গয়াকাশ্যপ ঘ. সারিপুত্র

৩. কোন জ্ঞানের অধিকারী হলে বুদ্ধ হওয়া যায়?

ক. বুদ্ধজ্ঞান খ. পারমী জ্ঞান
গ. ঋদ্ধি জ্ঞান ঘ. তত্ত্বজ্ঞান

৪. বুদ্ধ হতে হলে কয়টি পারমী পূরণ করতে হয়?

ক. পাঁচটি খ. সাতটি
গ. দশটি ঘ. বারোটি

৫. আজ পর্যন্ত কতজন বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন?

ক. পঁচিশ জন খ. আটাশ জন
গ. ত্রিশ জন ঘ. বত্রিশ জন

২০২০

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ।

১। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অতি .... নাম।
২। দীপংকর বুদ্ধ তাকে .... হবেন বলে আশীর্বাদ করলেন।
৩। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত ....।
৪। পারমী শব্দের অর্থ হলো .... ।
৫। ভবিষ্যতে .... বুদ্ধের আবির্ভাব হবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. দীপবতি নামে	১. বুদ্ধগণ নির্বাণ লাভ করেন।
২. বুদ্ধ শব্দের	২. কূলে বাস করত।
৩. সম্যক সম্বুদ্ধ হতে হলে	৩. অর্থ জ্ঞানী।
৪. তৃষ্ণা ক্ষয় করে	৪. একটি নগর ছিল।
৫. বানরটি নদীর	৫. দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়।
	৬. জীবনের প্রধান ব্রত।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

১. সুমেধ তাপস কে ছিলেন?
২. বুদ্ধ হতে হলে কী কী পারমী পূর্ণ করতে হয়?
৩. ত্রিপিটকে কতো প্রকার বুদ্ধের নাম জানা যায়?
৪. বানরটি কুমিরকে কী বলেছিল?
৫. শকুনটি কার সেবা করত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১. সুমেধ তাপস বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী করল? লেখ।
২. বুদ্ধ হতে হলে কী প্রয়োজন হয়? বর্ণনা কর।
৩. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
৪. বানরটি কীভাবে কুমিরের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছিল? আলোচনা কর।
৫. ব্যাধের ফাঁদে শকুন ধরা পড়লে শকুন কী বলেছিল?

২০২০

নবম অধ্যায়

জাতক

‘জাতক’ শব্দের অর্থ যিনি জাত বা জন্মগ্রহণ করেছেন। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্তকে জাতক বলা হয়। জাতক হলো বুদ্ধের উপদেশমূলক কাহিনী। গৌতম বুদ্ধ ধর্মদেশনার সময় শিষ্য ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে এসব কাহিনী বলতেন। জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশমূলক। বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের সৎকর্মের সুফল ও অসৎকর্মের কুফল বর্ণনা করাই জাতক বলার মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য প্রতিটি জাতক কাহিনী অত্যন্ত মূল্যবান। জাতকের কাহিনীগুলো যেমন সুন্দর তেমনি শুতিমধুর। এ কাহিনীগুলো পাঠ করা আমাদের অত্যন্ত দরকার। জাতকের উপদেশ দ্বারা দয়া, মমত্ব, করুণা, সংযম, সদাচার, কর্তব্যপরায়ণ হতে শেখায়। জাতক পাঠে শিশুমনে ভালো-মন্দ জানার শক্তি জাগায়। এতে মাধুর্য ও ধর্মজ্ঞান জাগে। এছাড়া নৈতিক জীবন গঠনে জাতকগুলো খুবই সহায়ক। তাই জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব জীবনে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। এসব জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে জাতক সাহিত্যে ৫৫০ টি জাতক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ আছে–

১. প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কাল
২. অতীত বস্তু বা মূল বিষয়বস্তু
৩. সমবধান বা সমাধান।

এ অধ্যায়ে তোমরা কয়েকটি জাতক কাহিনী পড়বে। জাতকগুলোর বিষয়বস্তু শিখবে। অন্যদের জাতক কাহিনী শোনাবে। জাতকের উপদেশ থেকে শিক্ষা নেবে। এসব উপদেশ দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলবে। জাতক পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন উপদেশ ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ের পাঠ্য বাবেরু জাতক, সিংহচর্ম জাতক ও সুংসুমার জাতকের উপদেশ থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করতে পারব–

১. গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।
২. প্রতারণা করার ফল শুভ হয় না।
৩. ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

২০২০

বাবেরু জাতক

অনেক দিন আগের কথা। তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। এ সময় বোধিসত্ত্ব ময়ূরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ময়ূরের দেহ ও পালক ছিল সোনালি বর্ণের। বাস করত নিকটবর্তী এক গভীর বনে।

বারাণসীর পাশেই ছিল বাবেরু রাজ্য। একবার বারাণসীর কয়েকজন ব্যবসায়ী বাণিজ্যের আশায় বাবেরু রাজ্যের দিকে যাত্রা করল। নৌকা করে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিল। নৌকায় একটি দিক নির্ণয়কারী কাক ছিল। এতে গভীর সমুদ্রে পথ হারাবার ভয় ছিল না।

বণিকরা বাবেরু রাজ্যে পৌঁছলেন। মজার ব্যাপার হলো, বাবেরু রাজ্যে তখন কোনো পাখি ছিল না। বণিকদের কাছে বাবেরুবাসীরা কাকটিকে দেখে কেনার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। বণিকরা একুশ কাহন (টাকা) দিয়ে কাকটি বিক্রি করে দিল।

নৌকার মাস্তুলে ময়ূর

২০২০

বাবেরু রাজ্যের লোকেরা এতদিন পাখি দেখে নি। কাকটিকে কিনে তারা আনন্দিত। তারা কাকটিকে সোনার তৈরি একটি খাঁচায় রাখল। তাকে প্রতিদিন মাছ, মাংস, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি খেতে দিত। কাক এভাবে তাদের যত্ন পেতে লাগল। কাকটি খুবই সুখে ছিল।

অন্য সময় আবার বণিকেরা বাবেরু রাজ্যে এলো। ওরা এবার নৌকা সাজিয়ে মাস্তুলের উপর সুন্দর একটি ময়ূর বসিয়ে রাখল। হাততালি দিলে ময়ূরটি পেখম মেলে নাচত। সুর করে গান গাইত। ময়ূরের সৌন্দর্য এবং গুণ দেখে বাবেরুবাসীরা মুগ্ধ হলো। তারা অনেক দরাদরির পর এক হাজার কাহন (টাকা) দিয়ে ময়ূরটি কিনে নিল।

বাবেরু রাজ্যে ময়ূর নাচ দেখাচ্ছে ও কাক ময়লা আবর্জনা খাচ্ছে

সুন্দর ময়ূরটি কেনার পর বাবেরুবাসীরা খুবই খুশি। দলে দলে সবাই ময়ূর দেখতে এলো। এদিকে কাকের যত্ন কমে গেল। কেউ তাকে আর দেখতে আসে না। এমনকি খাবারও দেয় না। ফলে কাক স্বভাব সুলভ কা কা করতে লাগল। উড়ে গিয়ে ময়লা আবর্জনায় বসল। আবর্জনা থেকে খাদ্য খেয়ে কোন রকমে জীবন কাটাচ্ছিল।

২০২০

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে সাধারণ সন্ন্যাসীরা সম্মান পায়। কিন্তু বুদ্ধের অমৃত ধর্মদেশনায় সন্ন্যাসীদের লাভ সৎকার কমে যায়। এসব সন্ন্যাসীরা কাকের সাথে তুলনীয়।

উপদেশ: গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।

সিংহচর্ম জাতক

অতীতকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। সে সময় বোধিসত্ত্ব এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষিকাজ করে জীবনধারণ করতেন। ওখানে এক বণিকের এক গাধা ছিল। সে গাধার পিঠে পণ্য ও মালামাল নিয়ে বাণিজ্যে যেত।

বণিক একদিন একটি সিংহের চামড়া কুড়িয়ে পেল। বণিকের মনে এক দুষ্ট বুদ্ধি এলো। সে ভাবল, "ভালোই হলো। গাধাকে সিংহের চামড়া পরাব। কৃষকের শস্য ক্ষেতে গাধাটিকে ছেড়ে দেব। কৃষকেরা দেখে গাধাটিকে সিংহ মনে করবে। ভয়ে তারা কাছে আসবে না। গাধা পেট ভরে খেতে পারবে। গাধার খাবার নিয়ে তার চিন্তা করতে হবে না।"

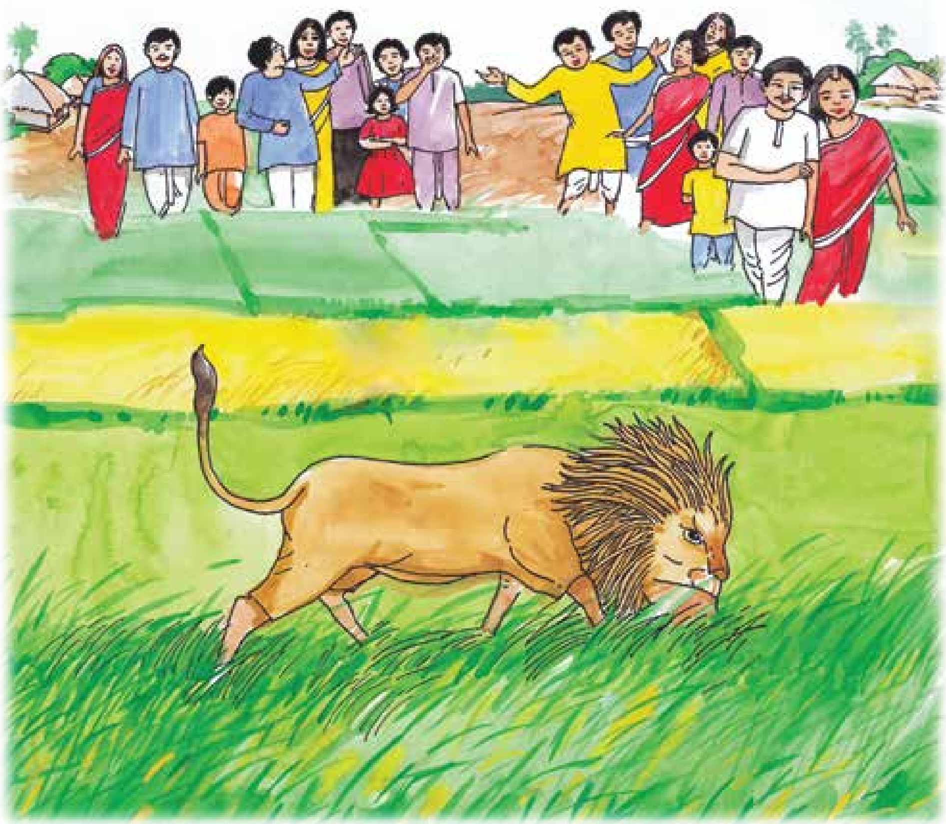

শস্যক্ষেতে ছদ্মবেশী সিংহচর্ম পরিহিত গাধা ও গ্রামবাসী

যে কথা সে কাজ। গাধার খিদে পেলে সে প্রায়ই শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিত। গাধা শস্য খেত। বণিক দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখত। আর খুব মজা পেত। কিন্তু এ দিকে চাষিদের দুঃখের সীমা ছিল না। তাদের ফসল নষ্ট হতে লাগল। তারা সিংহের ভয়ে কাছে আসার সাহস পেত না।

একদিন বণিক একটি গ্রামে এসে পৌঁছাল। নিজের বিশ্রাম ও আহারের জন্য জায়গা ঠিক করল। এদিকে গাধাটিকে চাষিদের শস্যক্ষেতে ছেড়ে দিল। গাধাও মনের আনন্দে শস্য খেতে লাগল। চাষিরা গাধাটিকে সিংহ মনে করল। প্রথমে তারা ক্ষেতের দিকে গেল না। গ্রামবাসী সবাইকে খবর দিল। তারা ক্ষেতের কিছু দূরে জড়ো হলো। সকলে বুদ্ধি করল, তারা সবাই ঢাক-ঢোল বাজাতে লাগল। সবাই মিলে চিৎকার শুরু করে দিল।

শস্য ক্ষেতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গাধা তাড়াচ্ছে

গাধাটি চিৎকার আর শব্দ শুনে ভয়ে অস্থির। এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। প্রাণের ভয়ে গাধা তখন নিজের সুরে ডাকতে লাগল। গাধার সুর শুনে সবাই অবাক।

বোধিসত্ত্ব তখন সেই গ্রামের অধিবাসী। তিনি শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন–এটি সিংহের ডাক নয়; গাধার সুর।

এরপর সবাই মিলে কী করল জান ? গ্রামের লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এলো। আর গাধাটিকে পেটাতে লাগল। পিটুনি খেয়ে গাধার মরমর অবস্থা। সিংহের চামড়া ছিনিয়ে নিয়ে গাধাটিকে ফেলে রেখে গেল। বণিক গাধার অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ পেল। সে বলল, “গাধাটি শব্দ করেই নিজের সর্বনাশ করল। তা না হলে সে সারাজীবন মনের

সুখে শস্য খেতে পারত।” বণিকের কথার সঙ্গে সঙ্গেই গাধাটি মারা গেল। বণিক মনের দুঃখে বাড়ি চলে গেল।

জাতকটি পড়ে তোমরা কী বুঝলে?

ছলচাতুরি করা ভালো নয়। প্রতারণা করার ফলে বণিক তার গাধাটিকে হারাল। সে নিজেই নিজের সর্বনাশ করল। তোমরা কখনো কারও সঙ্গে প্রতারণা করবে না। মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। পরের অনিষ্ট করবে না।

উপদেশ : প্রতারণা করার ফল শুভ হয় না।

সুংসুমার জাতক

অনেক দিন আগের কথা। পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিশাল শরীরে হাতির মতো বল ছিল। তিনি যেমন পরাক্রমশালী তেমনি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। গঙ্গা নদীর বাঁকের এক বনে তিনি থাকতেন। সে সময় গঙ্গা নদীতে এক কুমির ছিল। কুমিরের বউয়ের বোধিসত্ত্বের বিশাল শরীর দেখে তার হৃৎপিন্ড খাওয়ার সাধ হলো।

কুমিরের বউ কুমিরকে বলল, “আমার বানর রাজের হৃৎপিন্ড খাওয়ার সাধ হয়েছে। তুমি তার ব্যবস্থা কর।” কুমির বলল, “সে কী কথা, আমি হলাম জলের জীব, বানর স্থলচর। আমি কী করে তাকে ধরব?”

কুমিরের বউ কুমিরকে বলল, “যেভাবে পার ধরে আন। বানরের হৃৎপিন্ড না পেলে আমি মরে যাব।”
কুমির বলল, “আচ্ছা, এক উপায় আছে। আমি তোমাকে এনে দেব।” কুমির তখন গঙ্গাতীরে বানররাজ বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। গিয়ে বলল, “হে বানররাজ, আপনি সব সময় নদীর এই কূলে থেকে এক রকম ফল খেয়ে জীবন নষ্ট করছেন কেন? নদীর অন্য কূলে আম, ডেউয়া প্রভৃতি মধুর ফলের অভাব নেই। সেখানে গিয়ে খেতে কি আপনার ইচ্ছা হয় না?”

বোধিসত্ত্ব বললেন, “গঙ্গা বিশাল নদী, বিপুল তার জলরাশি। আমি পার হব কেমন করে?” কুমির বলল, “আপনি যদি ইচ্ছা করেন একটা উপায় আছে। আমি আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি।” বোধিসত্ত্ব কুমিরের কথা বিশ্বাস করে বললেন, “বেশ তাহলে যাওয়া যাক।”

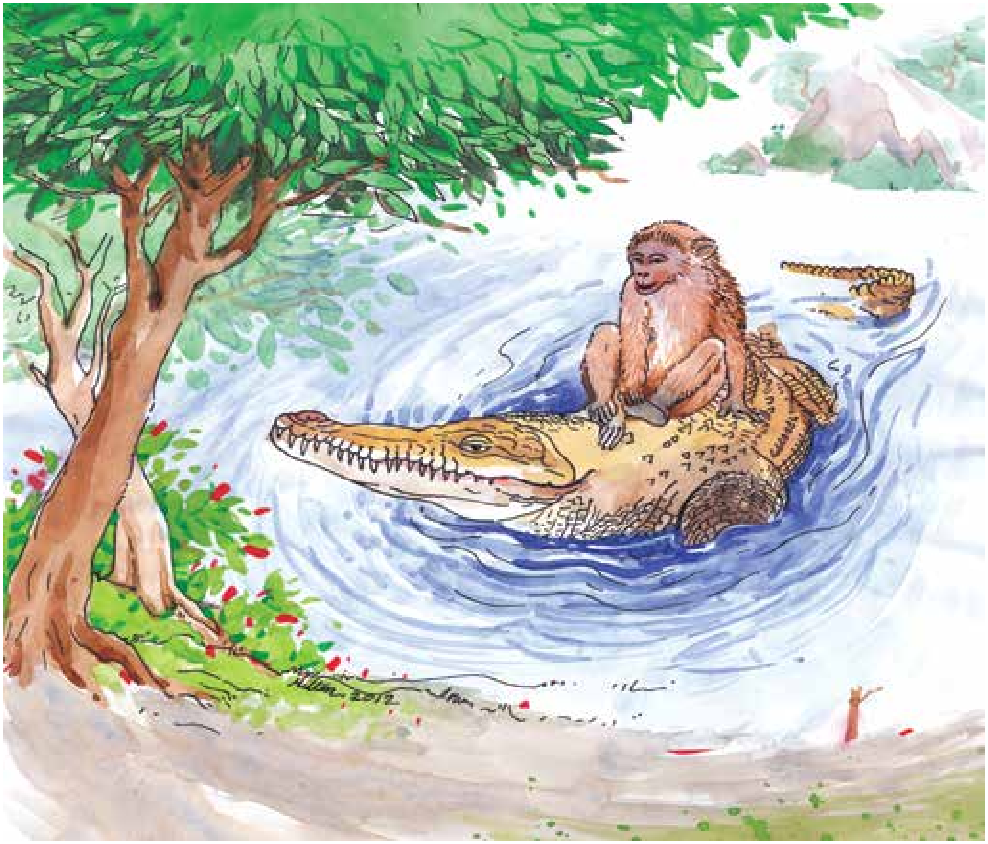

নদীতে কুমিরের পিঠে বানররাজ

কুমির বলল, “আসুন, আমার পিঠে উঠে বসুন।”

বোধিসত্ত্ব কুমিরের পিঠে চড়ে বসলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে কুমির আস্তে আস্তে জলে ডুবতে শুরু করল।

বোধিসত্ত্ব বললেন, “বন্ধু তুমি আমাকে জলে ডোবাচ্ছ কেন? এ তোমার কেমন ব্যবহার?”

কুমির বলল, “তুমি ভেবেছ তোমাকে ভালোবেসে তোমার ভালো করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। তা কিন্তু নয়, আমার বউয়ের সাধ হয়েছে তোমার হৃৎপিণ্ড খাবে। আমি সেই ব্যবস্থাই করছি।” বোধিসত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “কথাটা খুলে বলে ভালোই করেছ। আমাদের হৃৎপিণ্ড থাকে গাছের ডালে। তা না হলে গাছে গাছে লাফালাফি করার সময় তা টুকরো টুকরো হয়ে যেত।” এই বলে বোধিসত্ত্ব নদীর কূলের ডুমুর গাছের পাকা ফলের থোকা দেখিয়ে বলল, “ওই দেখ, ডুমুর গাছে আমার হৃৎপিণ্ড ঝুলছে।”

২০২০

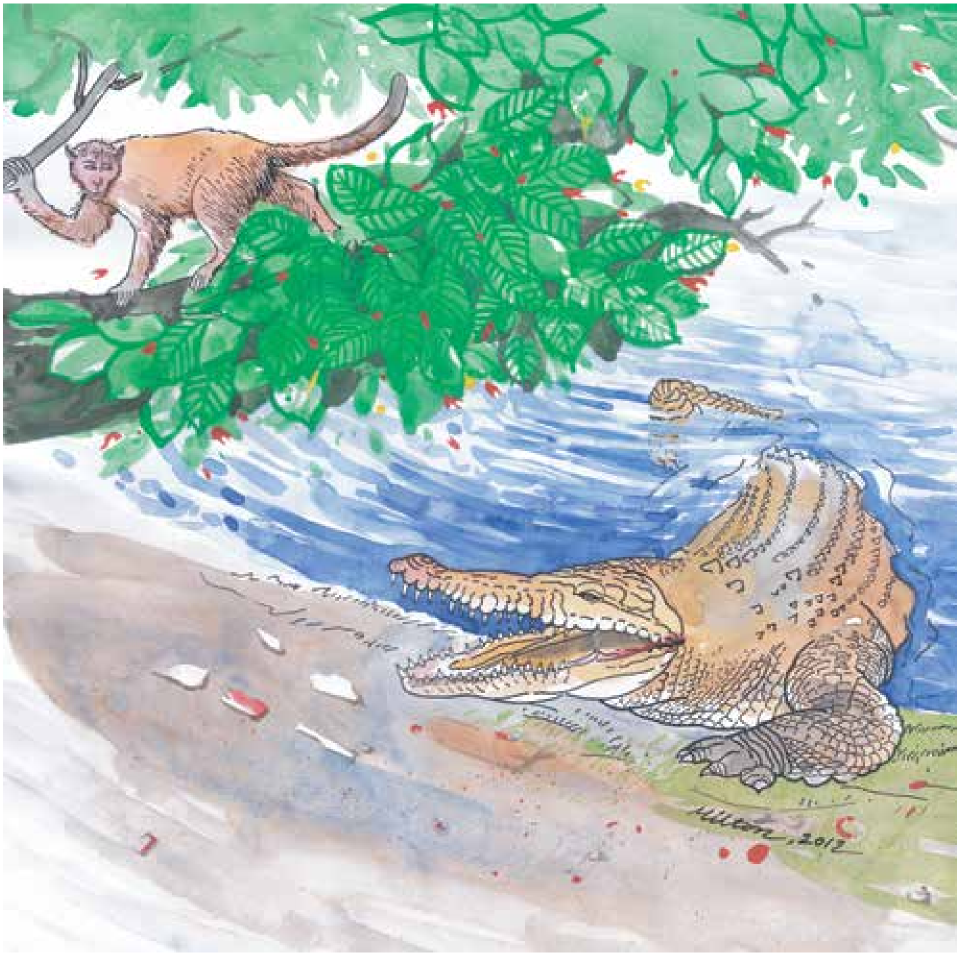

গাছের ডালে বানররাজ ও নদীতে হা করে আছে বোকা কুমির

তখন কুমির বলল, "দেখ বানররাজ, তুমি যদি তোমার হৃৎপিণ্ড দাও তাহলে আমি তোমাকে মারব না।"

বোধিসত্ত্ব বললেন, "তাহলে তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চল। গাছে যে হৃৎপিণ্ড ঝুলছে তা তোমাকে দেব।" তখন কুমির বোধিসত্ত্বকে সেই গাছের কাছে নিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব এক লাফে সেই গাছের ডালে উঠে বসলেন।

তারপর বললেন, "বোকা কুমির, তুমি বিশ্বাস করলে যে প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড গাছের ডালে থাকে, তুমি একেবারে মূর্খ। আমি তোমাকে বোকা বানিয়েছি, বুঝতে পারলে তো? তোমার শরীরটি বিশাল কিন্তু সেই তুলনায় বুদ্ধি একটুও নেই।"

২০২০

এই বলে তিনি নিচের গাথা দুইটি বললেন–

১. নদীর ওপারে আছে ফলের বন,
সেই আম, জাম, কাঁঠালের নেই প্রয়োজন।

ডুমুরের এই ফল, এই ভালো মোর,
এই খেয়ে এই কূলে হোক জীবনের ভোর।

২. বিশাল শরীর তব, বুদ্ধি ক্ষীণ অতি
ঠকেছ কুমির তুমি, যথা ইচ্ছা যাও হীনমতি।

হাজার টাকা ক্ষতি হলে মানুষ যেমন দুঃখ পায় কুমিরের সেই অবস্থা হলো। মনের দুঃখ মনে নিয়ে সে ফিরে গেল।

উপদেশ: ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ।

১. জাতক কার পূর্বজন্মের কাহিনী?

ক. ব্রহ্মদত্তের খ. আনন্দের
গ. বুদ্ধের ঘ. শুদ্ধোদনের

২. প্রত্যেক জাতকের কয়টি অংশ?

ক. পাঁচটি খ. চারটি
গ. তিনটি ঘ. দুইটি

৩. বারাণসীর রাজা কে ছিলেন?

ক. বোধিসত্ত্ব খ. অশোক
গ. বুদ্ধ ঘ. ব্রহ্মদত্ত

২০২০

৪. সিংহচর্ম জাতকে বোধিসত্ত্ব কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. কৃষক　　খ. ব্রাহ্মণ
গ. বণিক　　ঘ. ময়ূর

৫. সুংসুমার জাতকে বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন কে?

ক. বুদ্ধ　　খ. বোধিসত্ত্ব
গ. ব্রাহ্মণ　　ঘ. বণিক

৬. বণিক সিংহের চামড়া কাকে পরিয়ে দেন ?

ক. গরু　　খ. বানর
গ. হরিণ　　ঘ. গাধা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর।

১। প্রতিটি জাতকের কাহিনী অত্যন্ত .... ।
২। জাতকের কাহিনীগুলো যেমন .... তেমন শ্রুতিমধুর।
৩। গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র .... হয়।
৪। নদীর ওপারে আছে .... ।
৫। কাকটিকে সোনার তৈরি .... রাখল।
৬। গাধাটি শব্দ করে নিজের .... করল।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. জাতক হলো	১. শুভ হয় না।
২. বাবেরুবাসীরা কাকটিকে দেখে	২. শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিল।
৩. প্রতারণা করার ফল	৩. বুদ্ধের উপদেশমূলক কাহিনী।
৪. গাধাটিকে চাষিদের	৪. বোধিসত্ত্বের কাছে গেল।
৫. কুমির তখন গঙ্গাতীরে	৫. কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করল।
	৬. বুদ্ধি একটুও নেই।

২০২০

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

১. জাতক শব্দের অর্থ কী?
২. জাতকের কয়টি অংশ ও কী কী?
৩. জাতকে কয়টি কাহিনী আছে?
৪. বণিকের কাছ থেকে বাবেরুবাসীরা কী কী পাখি কিনেছিল?
৫. জাতকের কাহিনী পড়ে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১. জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।
২. সিংহচর্ম পরিহিত গাধাটি কীভাবে মারা গেল?
৩. সুংসুমার জাতকে বানর কুমিরের পিঠে চড়েও কীভাবে রক্ষা পেল?
৪. সিংহচর্ম জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।
৫. বাবেরু জাতকের সারমর্ম লেখ।

দশম অধ্যায়

পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে। বৌদ্ধদেরও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব আছে। এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বিশেষ বিশেষ পূর্ণিমায় পালিত হয়। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বুদ্ধ জীবনের নানা ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন পূর্ণিমায় উদযাপিত হয়। এ জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে রয়েছে পূর্ণিমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অষ্টমী-অমাবস্যাতেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

বুদ্ধের আদর্শকে স্মরণ করার জন্যই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এজন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি। পূর্ণিমার গুরুত্বও বেশি। তাই বৌদ্ধ পূর্ণিমাগুলো যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়।

তোমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাবে। অংশগ্রহণ করবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং অংশগ্রহণ করা পুণ্যময় কাজ। এতে মনে প্রীতিভাব আসে। সম্প্রীতিভাব জাগ্রত হয়।

বৌদ্ধদের কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলো। যেমন–বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি।

এখানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

বুদ্ধ পূর্ণিমা

বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণিমা। এর অপর নাম বৈশাখী পূর্ণিমা। এ পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। একই পূর্ণিমাতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁর মহাপরিনির্বাণও একই পূর্ণিমা তিথিতে হয়েছিল। অতি আশ্চর্য যে, বুদ্ধ জীবনের প্রধান তিনটি ঘটনা একই পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটেছিল। তাই এটি বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

এদিন বৌদ্ধরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা উৎসব আয়োজনে মেতে থাকে। সকলে নতুন জামা-কাপড় পরিধান করে।

সকালে বুদ্ধ পূজা দেওয়া হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিভিন্ন বস্তুসহ সংঘদান করা হয়। গৃহীরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালন করে। বিকালে ধর্মসভা হয়। এতে বুদ্ধের জীবনী ও বাণীসমূহ আলোচনা করা হয়।

সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা করা হয়। প্রদীপ জ্বালানো হয়। রাতে বুদ্ধ কীর্তন বা ধর্মীয় গানের ব্যবস্থা করা হয়। সেদিন সরকারি ছুটির দিন। তাই স্কুল-কলেজ ও অফিস আদালত বন্ধ থাকে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ মাতৃগর্ভে জন্ম নেন। এ পূর্ণিমাতেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। সারনাথে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন একই পূর্ণিমা তিথিতে। ভিক্ষুগণ এ পূর্ণিমাতে বর্ষাবাস গ্রহণ করেন। তাঁরা তিন মাস ধ্যানচর্চায় নিবিষ্ট থাকেন।

এতে গৃহীরা অষ্টশীল ও উপোসথ পালন করেন। 'উপোসথ' বৌদ্ধধর্মে একটি পুণ্যময় ব্রত। এর অর্থ উপবাস। উপোসথ গ্রহণ করলে দুপুর বারোটার পর থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত পানীয় ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা যায় না।

বুদ্ধ এদিন ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। 'ঋদ্ধি' অর্থ অলৌকিক শক্তি। তিনি এ পূর্ণিমাতে তাবতিংস স্বর্গে যান। সেখানে তাঁর মাকে ধর্মোদেশ দেন। এজন্য আষাঢ়ী পূর্ণিমা সকল বৌদ্ধদের জন্য অতি পবিত্র।

প্রবারণা পূর্ণিমা

এটি বৌদ্ধদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় তিথি। এ দিনেই ভিক্ষুগণ তিনমাসের বর্ষাবাস ব্রত ভঙ্গ করেন।

আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম প্রবারণা পূর্ণিমা। এদিন ছোট, বড় সকলেই বিহারে যায়। নতুন কাপড় পরিধান করে। বুদ্ধপূজা দেওয়া হয়। নানা ধরনের ফুল ও ফল নিয়ে বিহারে যেতে আনন্দ পায়। শত্রু-মিত্র সকল ভেদাভেদ ভুলে যায়। ঐদিন সকলে পঞ্চশীল, অষ্টশীল গ্রহণ করে। সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও মৈত্রীভাব পোষণ করা হয়।

সেদিন বিহার ও গ্রাম নানা বর্ণ ও আয়োজনে সাজানো হয়। সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা করা হয়। প্রদীপ জ্বালানো হয়।

বিহারের চারপাশে নানা আয়োজনে মেলা বসে। বিহার প্রাঙ্গণে ফানুস উড়ানো হয়। এসব দেখে মন আনন্দে নেচে উঠে। অনেক পুণ্য অর্জিত হয়।

প্রবারণা পূর্ণিমায় ছোট-বড় সকলে মিলে ফানুস উড়াচ্ছে

মাঘী পূর্ণিমা

এটি একটি পুণ্যময় তিথি। এ পূর্ণিমা একদিকে আনন্দের, অন্যদিকে বেদনার। বুদ্ধ এ দিনে তাঁর মহাপরিনির্বাণ দিবস ঘোষণা করেন।

২০২০

তখন তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধ তাঁর একান্ত সেবক আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বলেছিলেন– "হে আনন্দ! আমার আয়ু শেষ হবে। আমি পরিনির্বাণ লাভ করব। তোমরা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন কর।"

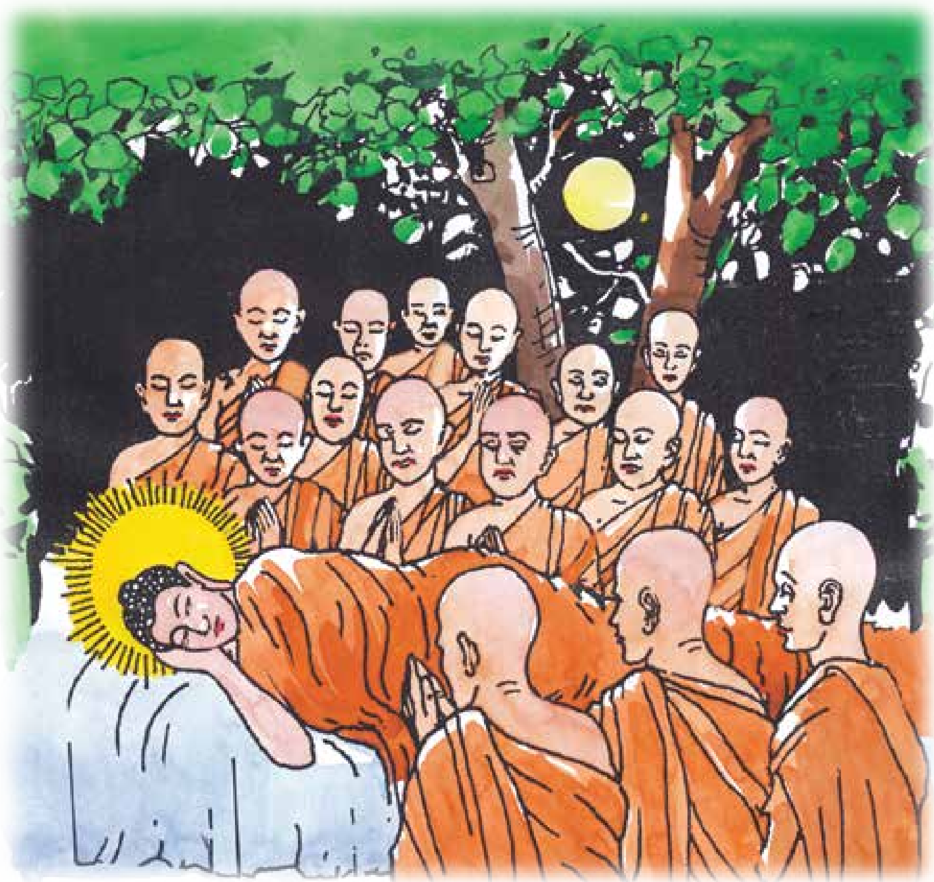

বুদ্ধের অন্তিম বাণী শ্রবণরত ভিক্ষুসঙ্ঘ

বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে তাঁর শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন– "নিজেই নিজের জ্ঞান লাভ কর। আত্মশক্তি অর্জন কর। মুক্তির পথে অগ্রসর হও।

আমি জগতে নেই, তোমরা এরূপ মনে কর না। আমার ধর্মবাণীই তোমাদের পথ দেখাবে। নিজে শুধু পরিশুদ্ধ থাকবে। সতত কল্যাণ ধর্ম প্রচার করবে।"

এদিন বৌদ্ধরা বিহারে গেলেও অধিক আড়ম্বর করেন না। তাঁরা অনিত্য চিন্তা করেন। ভক্তিসহকারে বুদ্ধকে স্মরণ করেন।

মাঘী পূর্ণিমায় বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও স্থানে মেলা বসে। যেমন– পটিয়ার ঠেগরপুণিতে, রামুর রামকোটে, বিনাজুরি শ্মশান বিহারে মেলা উপলক্ষে উৎসব হয়। অনেক লোকের সমাগম হয়।

তোমরা পূর্ণিমাগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করবে।

২০২০

প্রত্যেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূর্ণিমায় অংশগ্রহণ করবে। সেদিন উপোসথ পালন করবে। পূজা ও দান দিবে। ধর্ম সভায় যোগ দিবে। একাগ্র মনে ধর্ম শ্রবণ করবে।

পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। মেলামেশার সুযোগ হয়। অন্যান্যদের সাথে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। এতে মন বড় হয়, সুন্দর হয়। হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। সকলের প্রতি মৈত্রী ও প্রীতিভাব জাগ্রত হয়। সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়। পুণ্য অর্জিত হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সাধারণত কখন পালিত হয়?

ক. অনুষ্ঠানে　　খ. পূর্ণিমায়
গ. জন্মদিনে　　ঘ. কর্মদিবসে

২. কোন পূর্ণিমাকে বুদ্ধ পূর্ণিমা বলা হয়?

ক. বৈশাখী পূর্ণিমা　　খ. কার্তিক পূর্ণিমা
গ. প্রবারণা পূর্ণিমা　　ঘ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা

৩. ভিক্ষুদের বর্ষাবাস কখন আরম্ভ হয়?

ক. মাঘী পূর্ণিমা　　খ. জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা
গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা　　ঘ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা

৪. উপোসথ একটি –

ক. শ্রদ্ধাময় ব্রত　　খ. কর্মময় ব্রত
গ. পুণ্যময় ব্রত　　ঘ. ধর্মময় ব্রত

৫. বুদ্ধ কোন পূর্ণিমায় গৃহত্যাগ করেন?

ক. ভাদ্র পূর্ণিমা　　খ. প্রবারণা পূর্ণিমা
গ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা　　ঘ. পৌষ পূর্ণিমা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ।

১। অষ্টমী অমাবস্যাতেও .... অনুষ্ঠান হয়।
২। বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান ও .... পূর্ণিমা।
৩। তখন তিনি বৈশালীর .... অবস্থান করছিলেন।
৪। মাঘী পূর্ণিমায় বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও স্থানে .... বসে।
৫। একাগ্র মনে .... শ্রবণ করবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

বাম	ডান
১. প্রত্যেক ধর্মে	১. বুদ্ধকে স্মরণ করবে।
২. বুদ্ধ জীবনের প্রধান তিনটি	২. তাবতিংস স্বর্গে যান।
৩. সন্ধ্যায় সমবেত	৩. ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে।
৪. ভক্তিসহকারে	৪. প্রার্থনা করা হয়।
৫. তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমায়	৫. ঘটনা একই পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটেছিল।
	৬. সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. ধর্মীয় অনুষ্ঠান কাকে বলে?
২. ফানুস কখন উড়ানো হয়?
৩. 'উপোসথ' শব্দের অর্থ কী?
৪. মাঘী পূর্ণিমায় বুদ্ধ সেবক আনন্দকে কী বলেছিলেন?
৫. আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ভিক্ষুগণ কী করেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী?
২. বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৩. প্রবারণা উৎসবের বর্ণনা দাও।
৪. তিনটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম লিখে যেকোনো একটির বর্ণনা দাও।
৫. মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২০২০

একাদশ অধ্যায়

তীর্থস্থান

তীর্থস্থান হলো পবিত্র স্থান। এ স্থানগুলো পুণ্য তীর্থ হিসেবে পূজিত। পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রচার করেছেন নিজ নিজ ধর্মমত। বিভিন্ন স্থানে রেখে গেছেন কর্মময় জীবনের নানা স্মৃতি। পুণ্যার্থীদের কাছে এসব স্থান পরম পবিত্র তীর্থভূমি। এ সকল পবিত্র স্থানকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– তীর্থস্থান ও মহাতীর্থ।

তীর্থ

বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবহুল পবিত্র স্থানগুলোকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। যেমন–বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী, বৈশালী, তক্ষশিলা, রাজগৃহ, সারনাথ, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, নালন্দা প্রভৃতি। বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্য-প্রশিষ্যরা বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। এ সকল স্থানে বিহার, চৈত্য ও স্তূপ নির্মিত হয়েছে। এ সব স্থানকে বলা হয় তীর্থ।

মহাতীর্থ

গৌতম বুদ্ধের জীবনের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানকে মহাতীর্থ বলা হয়। বুদ্ধের জন্ম, বোধিজ্ঞান লাভ, ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণ–এ চারটি ঘটনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এসব ঘটনা যেসব জায়গায় ঘটেছিল সেগুলোই মহাতীর্থ। বৌদ্ধধর্মে লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর– এ চারটিকে মহাতীর্থ বলা হয়।

তোমরা বড় হলে সুযোগ পেলে মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে তীর্থস্থান দর্শন করবে। তীর্থস্থান দর্শন করা প্রত্যেকের কর্তব্য। তীর্থস্থান দর্শন সকলের জন্য অতি পবিত্র ও পুণ্যময় কাজ। বৌদ্ধতীর্থের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান হলো–নালন্দা, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, তক্ষশিলা, পাহাড়পুর, রামকোট, মহামুনি এবং চক্রশালা প্রভৃতি।

এবার তোমরা বৌদ্ধ মহাতীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানতে পারবে।

লুম্বিনী

লুম্বিনী রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মস্থান। এজন্য লুম্বিনী বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। লুম্বিনী নেপালের পারিয়া গ্রামে রুম্মিনদেই নামক স্থানে অবস্থিত। রানি মহামায়া কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ নগরে পিত্রালয়ে যাবার সময় লুম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। বহু বছর পর মহামতি সম্রাট অশোক এ পুণ্যতীর্থ দর্শনে আসেন। এখানে তিনি একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এটি অশোক স্তম্ভ নামে পরিচিত। এ স্তম্ভে সিদ্ধার্থের

জন্মকথা ও ঘটনা লেখা আছে। অশোক স্তম্ভের পূর্বপাশে লুম্বিনী বা রুম্মিনদেই বিহার। এখানে একটি ছোট চৈত্য ও বোধিবৃক্ষ আছে।

বর্তমানে লুম্বিনীতে থাইল্যান্ড ও অন্যান্য বৌদ্ধদেশ চৈত্য ও বিহার নির্মাণ করেছে। এগুলো দেখতে অত্যন্ত মনোরম। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের বহু তীর্থযাত্রী এ মহাতীর্থ দর্শন করতে আসেন।

লুম্বিনী চৈত্য ও অশোক স্তম্ভ

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের চার মহাতীর্থের অন্যতম। এটি ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত। এর প্রাচীন নাম উরুবিল্ব গ্রাম। গয়া শহরের নিকটবর্তী ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত। সিদ্ধার্থ গৌতম বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধগয়া বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বোধিমূলে একটি আসন আছে। এ আসনটি বজ্রাসন নামে পরিচিত। সম্রাট অশোক বুদ্ধত্ব লাভের পর আসনটি চিহ্নিত করেন। বোধিবৃক্ষের পাশে বুদ্ধগয়া মহাবোধি বিহার। বিহারটি পূর্বমুখী। বিহারের চার কোণায় চারটি ছোট বিহার আছে। বিহারে ছোট-বড় অনেক বুদ্ধমূর্তি আছে। বিহারের ভিতরে ও বাইরে সারা গায়ে এভাবে অপরূপ কারুকাজ আছে।

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়ায় সাতটি দর্শনীয় স্থান আছে। এগুলো হলো–বোধিপালঙ্ক, অনিমেষ চৈত্য, চংক্রমণ চৈত্য, রত্নঘর চৈত্য, অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, মুচলিন্দবৃক্ষমূল ও রাজায়তন বৃক্ষ। তাই বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের জন্য অতি পবিত্র।

২০২০

সারনাথ

সারনাথ ভারতের উত্তর প্রদেশে বারাণসীর নিকট বরুণা নদীর তীরে অবস্থিত। সারনাথের প্রাচীন নাম ইসিপতন। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর এখানে সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করেন। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। সারনাথে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে প্রথম 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করেন।

সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনা

পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা হলেন– কোণ্ডণ্য, বপ্প, ভদ্দীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। সারনাথে বারাণসীর শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ ও তাঁর চুয়ান্নজন বন্ধুকে বুদ্ধ প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। এখানে আছে বিখ্যাত মূল গন্ধকুঠির বিহার, অশোক স্তম্ভ, বুদ্ধের চংক্রমণ স্থান ইত্যাদি। মূলগন্ধকুঠিরে বুদ্ধের দেহধাতু আছে। এখানে একটি মৃগদাব উদ্যান আছে। এ উদ্যানে হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করে। সম্রাট অশোক এটিকে বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচারের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি এখানে একটি সুবৃহৎ স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সারনাথে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা ও সরকারি অতিথিশালা আছে।

কুশীনগর

কুশীনগর বৌদ্ধদের অন্যতম পবিত্র মহাতীর্থ। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে অবস্থিত। কুশীনগরের বর্তমান নাম কোশিয়া। কুশীনারা বা কুশীনগর হিরণ্যবতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। তখন এটি মল্ল রাজ্যের রাজধানী ছিল।

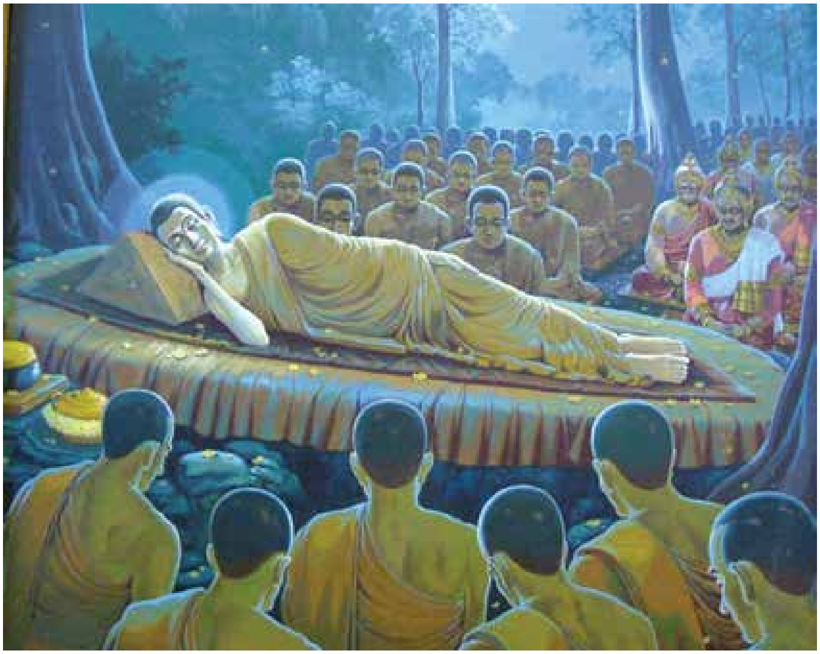

কুশীনগরে শালবৃক্ষের নিচে মহাপরিনির্বাণে বুদ্ধ

কুশীনগরের অনতিদূরে পাবার ধনি ব্যক্তি চুন্দ ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের আমবাগানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। বুদ্ধ পরিনির্বাণের আগের দিন চুন্দের নিমন্ত্রণে শেষ আহার গ্রহণ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ দিনে বুদ্ধ কুশীনারার মল্লদের যমক শালবৃক্ষের নিচে শায়িত অবস্থায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সুভদ্র বুদ্ধের শেষ শিষ্য ছিলেন।

বুদ্ধ জীবিতকালে কুশীনগর ছিল একটি সাধারণ গ্রাম। বর্তমানে এখানে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের স্মৃতি স্তূপ, বিহার ও ধর্মশালা আছে। এতে দীর্ঘ বাইশ হাত লম্বা একটি শায়িত বুদ্ধমূর্তি আছে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান কুশীনগর ভ্রমণ করেন।

তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য

তীর্থস্থান দর্শন পুণ্যের কাজ। ধর্মপ্রাণ নর-নারীগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে তীর্থস্থান দর্শনে যায়। তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ দর্শন করা। আর পুণ্য সঞ্চয় করা। এতে ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ জাগে। বুদ্ধতীর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

তীর্থস্থান দর্শনের উপকারিতা

তীর্থস্থান দর্শনের ফলে পুণ্যার্থীর অনেক উপকার হয়। তীর্থস্থান দর্শন অত্যন্ত পুণ্যময়

কাজ। এতে অনেক জ্ঞান অর্জন হয়। বিভিন্ন লোকের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ধার্মিক, গুণি ব্যক্তি ও ভিক্ষুদের সাথে পরিচয় হয়। ফলে সকল মানুষের প্রতি মৈত্রীভাব গড়ে ওঠে। নিজের মঙ্গল ও শান্তি বৃদ্ধি পায়। ইহকালে পরম সুখ লাভ করা যায়। মৃত্যুর পর তীর্থস্থান দর্শনের পুণ্যের ফলে স্বর্গ সুখ লাভ হয়। এরকম ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান পরিদর্শন করলে মন আনন্দে ভরে যায়। মনের উদারতা বাড়ে। মানুষের মধ্যে ঐতিহ্য ও ধর্মবোধ জাগ্রত হয়। প্রত্যেক মানুষের তীর্থস্থান দর্শন করা উচিত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ।

১. বৌদ্ধ মহাতীর্থ কয়টি?

ক. দুইটি　　খ. চারটি
গ. তিনটি　　ঘ. পাঁচটি

২. কোন স্থানটি চার মহাতীর্থের অন্তর্গত?

ক. সারনাথ　　খ. বৈশালী
গ. নালন্দা　　ঘ. রাজগৃহ

৩. সিদ্ধার্থ কোথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

ক. শ্রাবস্তীতে　　খ. কপিলাবস্তুতে
গ. বুদ্ধগয়ায়　　ঘ. কুশীনগরে

৪. রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মস্থান কোনটি?

ক. লুম্বিনী　　খ. নালন্দা
গ. সারনাথ　　ঘ. কুশীনগর

৫. বোধিমূলের আসনটির নাম কী?

ক. পদ্মাসন　　খ. মৃগাসন
গ. রত্নাসন　　ঘ. বজ্রাসন

৬. বুদ্ধ 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' কোন তিথিতে দেশনা করেন?

ক. আষাঢ়ী পূর্ণিমা　　খ. বৈশাখী পূর্ণিমা
গ. ভাদ্র পূর্ণিমা　　ঘ. মাঘী পূর্ণিমা

২০২০

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ।

১। তীর্থস্থান দর্শন অত্যন্ত .... কাজ।
২। বুদ্ধগয়া .... নদীর তীরে অবস্থিত।
৩। অশোক স্তম্ভের .... লুম্বিনী বা রুম্মিনদেই বিহার।
৪। সিদ্ধার্থ .... উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন।
৫। বুদ্ধ .... শিষ্যদের কাছে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন।
৬। কুশীনগরের বর্তমান নাম .... ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. সিদ্ধার্থের জন্ম হয়	১. দেহধাতু আছে।
২. মূলগন্ধকুঠিরে বুদ্ধের	২. কুশীনগর ভ্রমণ করেন।
৩. বুদ্ধ সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেন	৩. লুম্বিনী উদ্যানে।
৪. মহামতি সম্রাট অশোক	৪. সারনাথে।
৫. চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান	৫. পুণ্যতীর্থ দর্শনে আসেন।
	৬. অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

১. তীর্থস্থান কাকে বলে?
২. কয়েকটি বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নাম লেখ।
৩. মহাতীর্থ কয়টি ও কী কী?
৪. তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য কী?
৫. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম লেখ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১. মহাতীর্থ কাকে বলে? এর তাৎপর্য লেখ।
২. বুদ্ধগয়া মহাতীর্থের পরিচয় দাও।
৩. লুম্বিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৪. সারনাথের পরিচয় দাও।
৫. তীর্থভ্রমণের উপকারিতা আলোচনা কর।

২০২০

দ্বাদশ অধ্যায়

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি

প্রত্যেক ধর্মে সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। তবে বৌদ্ধধর্মে এটাকে আরও সুন্দরভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মে জাতি-ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য নেই। ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। সকল মানুষকে ভালোবাসাই হলো ধর্মের মূল নীতি। এই ধর্মে সকল প্রাণীর সুখ কামনা করে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করার কথা বলা হয়েছে।

তোমরা জান ধর্ম ও সম্প্রীতি দুইটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত শব্দ। যাঁরা ধর্ম পালন করেন তাঁরা সম্প্রীতি রক্ষা করেন। অর্থাৎ যেখানে ধর্মের অবস্থান সেখানেই সম্প্রীতি থাকে। বাংলাদেশে চারটি প্রধান ধর্মের লোক বসবাস করে; যথা– মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব রক্ষা করা উচিত।

সম্প্রীতি হলো মিলেমিশে প্রীতি বন্ধনে এক জায়গায় বসবাস করা। সহ অবস্থান করা। ধর্ম-বর্ণ সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে প্রীতিভাবে থাকা। এতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যভাব চলে আসে।

সমাজে একসাথে বসবাস করতে গেলে আন্তঃসম্প্রীতির প্রয়োজন। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন। একসাথে বসবাস করা ধর্মের উদার নীতি। সুতরাং অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি যেই প্রীতি ও সদ্ভাব, তাকেই বলা হয় আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি।

সম্প্রীতি ছাড়া সমাজে বসবাস সুখকর হয় না। দেশ ও জাতির উন্নতি আসে না। সমৃদ্ধি হয় না। পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ পরিবেশকে সুন্দর করে। মধুর পরিবেশ তৈরি করে দেয়। শান্তি, সুখ ও নিরাপদে বসবাস করতে সহায়তা করে।

২০২০

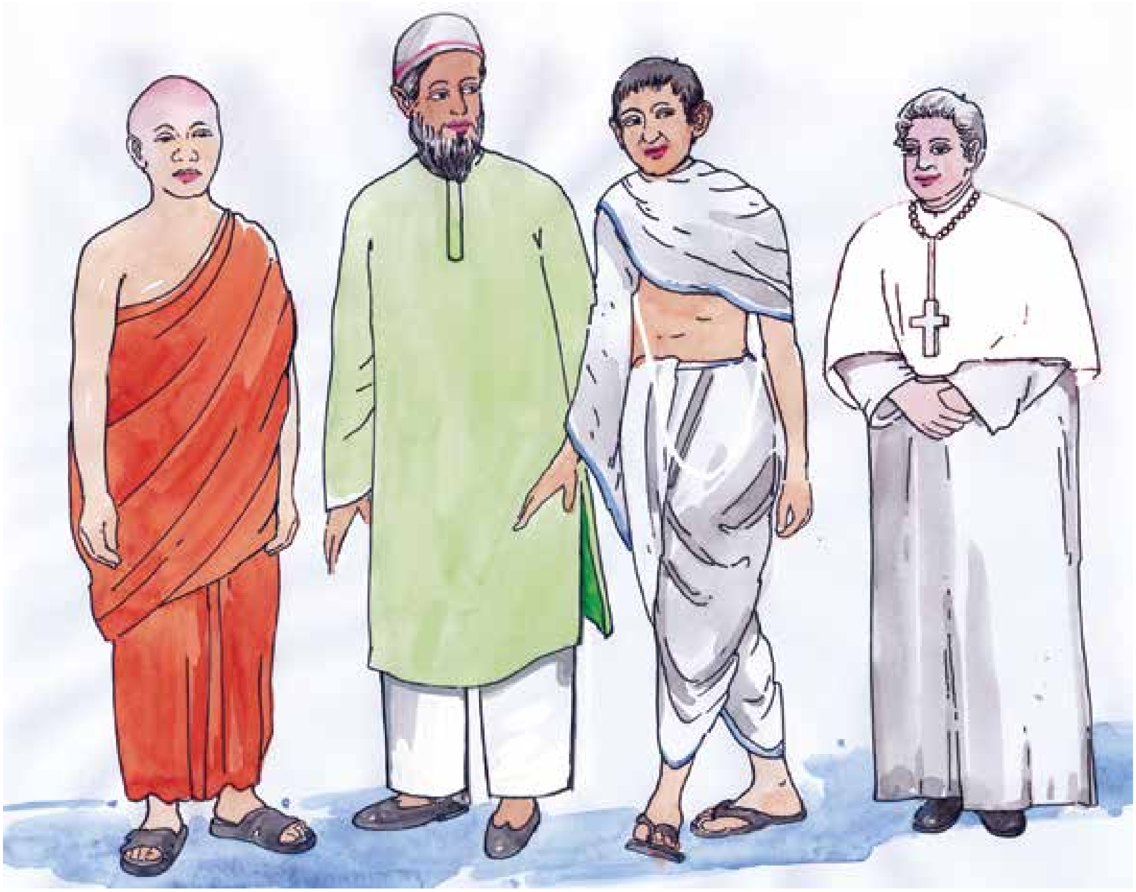

চারধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি

কোনো ধর্মের মানুষকে ছোট করা উচিত নয়। কাউকে অবজ্ঞা করবে না। কোন ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। সকল মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। পরমতসহিষ্ণু হবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পন্ন হবে। এগুলো মানবিক গুণ।

মনে কোনো রকম হিংসা ভাব রাখবে না। সকলের প্রতি প্রীতিভাব রাখাই অহিংসা। অহিংসা পরম ধর্ম। জীব হিংসা মহাপাপ। এ নীতিবাক্যগুলো মনে রাখবে।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য মৈত্রীর প্রয়োজন। 'মৈত্রী' অর্থ মিত্রতা বা বন্ধুত্ব। অর্থাৎ আপন-পর সকলকে একইরূপে জানা, একই রূপে ভাবা। মৈত্রী ভাব থাকলে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

২০২০

এতে সহনশীলতা ও ত্যাগের মনোভাব গড়ে ওঠে। মিলেমিশে কাজ করতে শক্তি জাগে। একতা বাড়ে। নানা ধর্মের মানুষের সাথে প্রীতিভাব গড়ে ওঠে। সামাজিক সম্প্রীতি তৈরি হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগ্রত হয়।

এছাড়াও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ ও দেশে উন্নতি-সমৃদ্ধি আনয়ন করা যায়। এতে প্রতিবেশী দেশের সাথে বন্ধুত্বভাব গড়ে তোলা যায়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. পরস্পর মিলেমিশে থাকার নাম কী?

ক. সম্প্রীতি খ. একতা
গ. বন্ধুত্ব ঘ. মৈত্রী

২. সমাজে একসাথে বসবাস করতে গেলে কিসের প্রয়োজন হয়?

ক. ঐক্যের খ. যৌথ পরিবার
গ. ধর্মীয় সম্প্রীতি ঘ. সহ অবস্থান

৩. অন্য ধর্মের মানুষকে কেমন করা উচিত?

ক. শ্রদ্ধা করা খ. ছোট ভাবা
গ. অবজ্ঞা করা ঘ. হেয় করা

৪. 'মৈত্রী' শব্দের অর্থ কী?

ক. বন্ধুত্ব খ. প্রমাদ
গ. শত্রুতা ঘ. ঘৃণা

৫. জীব হিংসা করলে কী হয়?

ক. সুখ খ. পুণ্য
গ. দুঃখ ঘ. মহাপাপ

২০২০

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর।

১। বৌদ্ধধর্মে জাতি ধর্মের কোন .... নেই।
২। কোন ধর্মের মানুষকে .... উচিত নয়।
৩। অহিংসা .... ধর্ম।
৪। যারা ধর্ম পালন করেন তারা .... রক্ষা করেন।
৫। মনে কোনো রকম .... রাখবে না।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর ।

বাম	ডান
১. মানুষে মানুষে	১. রাখাই অহিংসা
২. পরমত সহিষ্ণু	২. সুসম্পর্ক তৈরি হয়।
৩. সহনশীল ও ত্যাগের	৩. হবে।
৪. সকলের প্রতি প্রীতিভাব	৪. কোনো বৈষম্য নেই।
৫. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক	৫. মনোভাব গড়ে তোলা।
	৬. মানবিক গুণ।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

১. বাংলাদেশে প্রধান কয়টি ধর্মের লোক বসবাস করে?
২. 'অহিংসা' কাকে বলে?
৩. সমাজে বসবাস করতে হলে কী প্রয়োজন?
৪. মানুষ মানুষকে কী করতে শিখবে?
৫. ধর্মীয় সম্প্রীতিতে কী তৈরি হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১. 'সম্প্রীতি' কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বলতে কী বোঝায়?
৩. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উপকারিতা লেখ।
৪. 'অহিংসা' ও 'মৈত্রী' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর ।
৫. সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

সমাপ্ত

২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৩য়-বৌদ্ধধর্ম

প্রাণিহত্যা মহাপাপ

–গৌতম বুদ্ধ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য